বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 06 Vol >>007>>23 Ashwin 1432 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৬ অংক >> ০০৭ >> << ২৩শে, আশ্বিন ১৪৩২>>

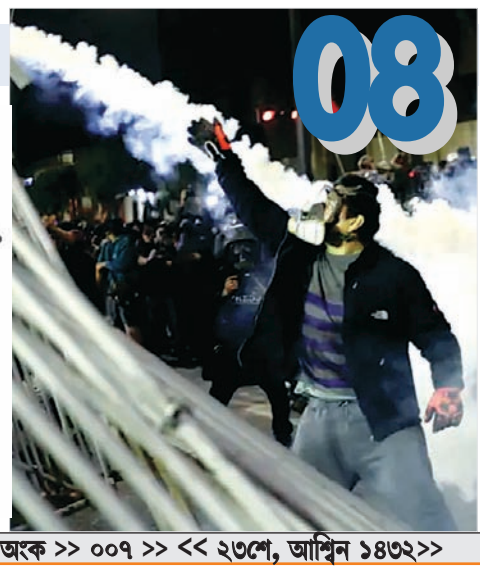

কলকাতা-দিল্লি সড়কে বিহারে চারদিন ধরে প্রবল যানজট

রোহতাস ঃ বিহারের রোহতাসে প্রবল বৃষ্টির পর গত চারদিন ধরে দিল্লি-কলকাতা সড়কে বিশাল যানজট হয়েছে। এক কিলোমিটার এগোতে গাড়িগুলির সময় লাগছে কয়েক ঘণ্টা। এই জাতীয় সড়কে নির্মীয়মান একটা অংশে রাস্তা ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছিল। সেই রাস্তা জলের তলায়। বিশাল বিশাল গর্ত দেখা দিয়েছে। ফলে গাড়ি একেবারেই এগোচ্ছে না। যানজটের দৈর্ঘ সমানে বাড়ছে। এখন রোহতাস থেকে ৬৫ কিলোমিটার দূরের আওরঙ্গাবাদ পর্যন্ত যানজট রয়েছে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, প্রশাসন পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়। তাই পরিস্থিতি আরো জটিল আকার নিয়েছে।

বাজার দর

SENSEX : 82172.10 +398.44

NIFTY : 25181.80 +135.65

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
27.00 °c	20.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.27 টা

সূর্যোদয় (কাল) >> 05.43 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 1,18,970 টাকা./10 গ্রাম

সোনা (ক্রয়) 1,13,300 টাকা./10 গ্রাম

রুপা >> 1,67,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

‘বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকারের সঙ্গেই কথা বলবে ভারত’

নয়াদিল্লি ঃ বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতের মনোভাব ব্যাখ্যা করলেন ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিস্রি। ডিপ্লোমেটিক করসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিক্রম মিস্রি জানিয়েছেন, ''শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়টি বিচারবিভাগীয় এবং আইনি বিষয়। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। আমরা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে একযোগে কাজ করার দিকে তাকিয়ে আছি।'' শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশে মানবকতাবিরোধী অপরাধের জন্য বিচার শুরু হয়েছে বলে রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মিস্রি বলেছেন, ''আমরা চাই, বাংলাদেশে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক। জনতার রায় নিয়ে কোনো সরকার গঠিত হোক। আমরা একমাত্র নির্বাচিত সরকারের সঙ্গেই আলোচনায় রাজি।'' ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বলেছেন, ''ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। সেই সম্পর্কে কিছু সমস্যা রয়েছে। ভারত বাস্তববাদী মনোভাব নিয়ে চলবে।''

বাংলাদেশে অংক, ইংরাজিতে দুর্বল পড়ুয়া বেড়েছে

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখার করা একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০১৯ সালে অষ্টম শ্রেণিতে অংকে ‘খারাপ’ শিক্ষার্থীর হার ছিল ২২ শতাংশের কিছু বেশি। ২০২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৭ শতাংশ। দশম শ্রেণিতেও গণিতে দুর্বল শিক্ষার্থীর হার বেড়েছে। ইংরেজিতে দুর্বল শিক্ষার্থীর হার বেড়েছে অষ্টম শ্রেণিতে। দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম অনুযায়ী যতটুকু শেখার কথা, বড় অংশ তা পারছে না। প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন না করেই অনেকে উচ্চতর শ্রেণিতে উঠছে। শিক্ষাজীবনে ১২ বছরের বেশি ইংরেজি পড়েও অনেকে ভাষাটিতে সাধারণ কথোপকথন চালাতে পারে না। সাধারণ বাক্য গঠনে হিমশিম খায়। গণিতে হিসাব করার ক্ষেত্রেও তারা পিছিয়ে থাকে।

বাংলাদেশে বাড়ছে সাপের আতঙ্ক

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে পদ্মা নদীর কাছের অনেক গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে সাপের আতঙ্ক। সর্পদংশনে মৃত্যুভয় নিয়ে অনেকেই ছুটছেন হাসপাতালে। বার্তাসংস্থা এএফপি চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃত করে এ খবর জানায়। তাদের খবরে বলা হয়, প্রবল বর্ষণ এবং কৃষিকাজের বিস্তারের কারণে অনেক সাপই বাস্তুচ্যুত হয়ে ঢুকে পড়ছে লোকালয়ে। এএফপির খবরে আরো জানানো হয়, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত শুধু রাজশাহী মেডিকেল কলেজেই সাপের কামড় খাওয়া অন্তত ২৫ জন মারা গেছেন। হাসপাতালটিতে নয় মাসে সাপের কামড় খাওয়া এক হাজারেরও বেশি মানুষ চিকিৎসা সেবা নিয়েছেন বলেও জানিয়েছে এএফপি। তাদের মধ্যে অন্তত ২০৬ জনকে কামড়েছিল গোখরো, রাইসেল ভাইপারের মতো বিষধর সাপ।

গাজায় দুই বছর যুদ্ধ করে ইসরায়েলের অর্জন কী?

ইসরায়েল ঃ হামাসের আক্রমণ, ইসরায়েলের প্রত্যাঘাত এবং তার জেরে দুই বছর ধরে চলা যুদ্ধ। ইসরায়েল কি লক্ষ্যপূরণ করতে পারলো?

সাত অক্টোবর, ২০২৩। ইসরায়েলের ভিতরে ঢুকে হামলা চালিয়ে বারোশ মানুষকে হত্যা করে হামাস, ২৫১ জনকে পণবন্দি করে নিয়ে যায়। হামাসকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানিসহ অনেক দেশ।

একদিন পর, অর্থাৎ, ৮ অক্টোবর ইসরায়েল গাজা আক্রমণ করে। তারপর থেকে দুই বছর কেটে গেছে। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে গত দুই বছরে ইসরায়েল সেনার আক্রমণে অন্ততপক্ষে ৬৬ হাজার মানুষ মারা গেছেন, তারমধ্যে ৮০ শতাংশই বেসামরিক মানুষ। আহত হয়েছেন কম করে এক লাখ ৬৯ হাজার মানুষ।

ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন জানিয়েছে, গাজায় ৯০ শতাংশ বাড়ি হয় ধ্বংস হয়েছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গাজার ২১ লাখের মধ্যে ১৯ লাখ মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। ইসরায়েল তাদের অনুমতি ছাড়া গাজায় কোনো জিনিস ঢুকতে দিচ্ছে না, তাই সেখানে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর ফলে ১৫০ জন শিশুসহ ৪৫০ জন মারা গেছেন।

ইসরায়েলের লক্ষ্য আংশিক পূরণ হয়েছে

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ঘোষণা করেছিলেন, দুইটি লক্ষ্য নিয়ে তিনি যুদ্ধে নেমেছেন। এক, সব পণবন্দিকে মুক্ত করবেন, দুই, হামাসকে নিশ্চিহ্ন করবেন। দুই বছর পর দুইটি লক্ষ্যের কোনোটিই তিনি পুরোপুরি পূরণ করতে পারেননি।

২৫১ জন পণবন্দির মধ্যে ১৪৮ জন জীবন্ত অবস্থায় ইসরায়েল ফিরেছেন। বেশ কিছু মৃত পণবন্দির দেহও ইসরায়েলে এসেছে। এখনো ৪৮ জন পণবন্দি হামাসের কাছে আছে। তার মধ্যে ২০ জন বেঁচে আছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

গত দুই বছরে ইসমাইল হানিয়া, সিনওয়ারের মতো হামাস নেতাসহ অসংখ্য হামাস কর্মী মারা গেছেন। তা সত্ত্বেও হামাস এখনো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

© Dawoud Abu Alkas/REUTERS

তবে ডনাল্ড ট্রাম্পের শান্তিচুক্তি মানলে হামাস আর সশস্ত্র মিলিশিয়া গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করতে পারবে না।

ইসরায়েলের শত্রুরা দুর্বল হয়েছে

লড়াইটা শুধু গাজায় সীমাবদ্ধ ছিল না, ইয়েমেনে হুতি, লেবাননে হেজবোল্লার সঙ্গেও হয়েছে। ইসরায়েলের বিমান বাহিনী ইরানে পরমাণু প্রকল্পের উপর লাগাতার বোমাবর্ষণ করেছে। সিরিয়ায় বাশার আসাদের শাসন শেষ হওয়ায় ইরান দীর্ঘদিনের এক মিত্রকে হারিয়েছে। হেজবোল্লা নেতা হাসান নারারাল্লাও ইসরায়েলের আক্রমণে মারা গেছেন।

গণহত্যার অভিযোগ

গত দুই বছরে ইসরায়েলের সেনা গাজায় হাসপাতালে, ত্রাণশিবিরে, স্কুলে বোমা ফেলেছে, যার ফলে প্রচুর নারী, শিশু মারা গেছেন। প্রচুর সাংবাদিক, ত্রাণকর্মী, উদ্ধারকারী কর্মীও মারা গেছেন। ইসরায়েল গাজায় ত্রাণ ঢুকতে দেয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর জেনোসাইড স্কলারস, বি সেলেম ও ফিজিশিয়ানস ফর হিউম্যান রাইটসের মতো ইসরায়েলি মানবাধিকার সংগঠনগুলি অভিযোগ করেছে, ফিলিস্তিনে ইসরায়েল গণহত্যা করছে। নেতানিয়াহুর সরকার অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, এই ধরনের কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই। তারা আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করেছেন মাত্র।

মোদীর জীবন নির্ভর ছবি সব স্কুলে দেখানোর নির্দেশ কেন?

কলকাতা ঃ প্রধানমন্ত্রীর আত্মজীবনীমূলক চলচ্চিত্র স্কুলে স্কুলে দেখানোর নির্দেশ। ছবির নাম চলো জিতে হ্যায়। এই ছবির প্রদর্শন নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৫ তম জন্মদিন ছিল বুধবার। সেই উপলক্ষে নানা কর্মসূচি নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড সিবিএসই-কে শিক্ষা মন্ত্রক প্রধানমন্ত্রীর স্মৃতি নির্ভর চলচ্চিত্র প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে। এই বোর্ডের অধীন স্কুলে ছবিটি দেখানোর পর্ব শুরু হয়েছে। ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত স্কুলে স্কুলে দেখানো হবে ছবিটি। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন ও নবোদয় বিদ্যালয় সমিতিকেও মন্ত্রক এই মর্মে চিঠি পাঠিয়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বর ছিল প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন। এই জন্মদিন উপলক্ষে নানা ধরনের কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। ছবির প্রদর্শনী এই কর্মসূচির মধ্যেই পড়ছে। শিক্ষা মন্ত্রকের মতে, প্রধানমন্ত্রীর শৈশবের স্মৃতি অবলম্বনে তৈরি ছবি ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র গঠনে সহায়ক হবে। তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে, গড়ে তুলবে সহমর্মিতার দৃষ্টিভঙ্গি। এই ধরনের ছবি তাদের অনুপ্রেরণা দেবে বলেও দাবি করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'প্রেরণা' নামে একটি কর্মসূচি চালু করেছে স্কুলে, যার অধীনে নানা ধরনের কনটেন্ট তুলে ধরা হচ্ছে। এই কর্মসূচিতে নটি মূল্যবোধকে সামনে রাখা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী গুজরাটের যে স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন, সেখান থেকে এই কর্মসূচি সূচনা হয়েছে। ১৮৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ভাদনগরের সেই স্কুলে শুরু হয়েছিল মোদীর ছাত্রজীবন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রেরণা কর্মসূচিতে অডিও-ভিস্যুয়ালের মাধ্যমে বিভিন্ন জ্ঞানমূলক ছবির প্রদর্শনীর পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের গল্প বলায় উৎসাহিত করা হবে। নানা বিষয় পড়ানো হবে, যা তাদের মূল্যবোধকে গড়ে তুলবে। এর সঙ্গে থাকছে খেলাধুলার উপকরণ যা এই সময় হারিয়ে যেতে বসেছে।

পুরনো ছবির পুনর্মুক্তি ঃ 'চলো জিতে হ্যায়', ছবিটি মুক্তি পায় ২০১৮ সালে। ৩২ মিনিটের স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির পরিচালক মঙ্গেশ হাদওয়ালে। এই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র নাড়ু নামের এক নাবালক, যে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত। কীভাবে স্বামীজীর আদর্শে সে তার চারপাশের পৃথিবীকে বদলানোর চেষ্টা করে, সেটাই তুলে ধরা হয়েছে ছবিতে। ২০১৯ সালে সেরা নন-ফিচার ফিল্ম হিসেবে ৬৬তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছে ছবিটি। সিবিএসই বোর্ডের অধীনে স্কুল রয়েছে প্রায় ৩১ হাজার। শুধু স্কুল নয়, দেশের ৫০০ সিনেমা হল ও মাল্টিপ্লেক্সে বুধবার থেকে এই ছবির প্রদর্শন শুরু হয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের উদ্যোগে। ২ অক্টোবর পর্যন্ত ছবির প্রদর্শন চলবে। এই ছবি দেখা যাবে আইনক্স, সিনেপোলিসের মতো প্রেক্ষাগৃহে। বিহারে বিধানসভা নির্বাচন বেশি দেরি নেই। ভোট প্রচারের অংশ হিসেবে রাজ্য বিজেপি 'চলো জিতে হ্যায়' ছবিটি সব বিধানসভা কেন্দ্রে দেখানোর ব্যবস্থা করেছে। পাটনার গান্ধী ময়দান থেকে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের উদ্দেশে একটি করে গাড়ি রওনা দিয়েছে, যার সঙ্গে লাগানো আছে ডিজিটাল স্ক্রিন।

মন্তব্য নির্বাচনের সময়ে রাজনৈতিক দলের নেতারা আক্রমণাত্মক থাকেন

ভারত প্রসঙ্গে তারেক রহমানের মন্তব্যে বিশেষজ্ঞদের প্রতিক্রিয়া

© HENRY NICHOLLS

নয়াদিল্লি (গৌতম হোড়) ঃ ভারতের প্রতি কঠোর নীতি নিয়ে চলার কথা বলেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। কী বলছেন ভারতের বিশেষজ্ঞরা?

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ভারত নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছেন। ভারতের বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, তারেক রহমান এই কথাগুলো বলেছেন আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে। তিনি আসলে ভোটদাতাদের বার্তা দিতে চাইছেন।

বিবিসি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তারেক রহমান ভারত প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি বাংলাদেশের স্বার্থ দেখবেন। তিনি পানির হিস্যা চান, তিনি দেখতে চান না, আরেক ফেলানী ঝুলে আছে, তিনি মানুষের হিস্যা ও হিসাব চান। শেখ হাসিনাকে ভারতে আশ্রয় দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ভারত যদি স্বৈরাচারকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের বিরাগভাজন হয় তো তার কিছু করার নেই। বাংলাদেশের মানুষের সিদ্ধান্ত, শীতল সম্পর্ক থাকবে, তাকে মানুষের সঙ্গে থাকতে হবে।

কী বলছেন ভারতের বিশেষজ্ঞরা?

ওপি জিন্দল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞ শ্রীরাধা দত্ত ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ''তারেক রহমান তার নির্বাচনি কনস্টিটুয়েন্সির কথা ভেবে এই কথাগুলো বলেছেন। তারেক একটা পপুলিস্ট বা জনমোহিনী অবস্থান নিয়েছেন। তিনি এমন কথা বলেছেন, যাতে তার সমর্থকরা খুশি হবেন। এটাকে একটা নির্বাচনি আবেদন বলা যেতে পারে।''

১৯৭১ সালের যুদ্ধে অংশ নেওয়া অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল উৎপল ভট্টাচার্য ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, ''তারেক রহমানের বাবা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক সেনাপ্রধান ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে ১৯৭১ সালের অপারেশনের আগে বার দুয়েক দেখা হয়েছিল এবং কথা হয়েছিল। এখানে মনে রাখা দরকার, বেগম খালেদা জিয়া যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখনো ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক শীতলই ছিল। খুব খারাপ ছিল না, আবার খুব উষ্ণও ছিল না।''

তিনি মনে করেন, ''বাংলাদেশে বর্তমানে যা পরিস্থিতি, তাতে নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে তারেক রহমানকে আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখাতে হবে। তিনি সেটাই করেছেন।''

কাজের সূত্রে বাংলাদেশে খালেদা জিয়ার সময় এবং আওয়ামী লীগের শাসনকাল কাছ থেকে দেখা কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজ বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান সুমিত দত্ত মজুমদার ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ''প্রতিটি দেশই নিজের স্বার্থ দেখে। সেইমতো সিদ্ধান্ত নেয়। এটা নতুন কোনো কথা নয়। তবে যে দলই ক্ষমতায় আসুক তাদের ভূরাজনীতির কথা মাথায় রাখতেই হবে।''

সীমান্তহত্যা নিয়ে উৎপল ভট্টাচার্য বলেছেন, ''সীমান্তে আমাদের বিএসএফ, ওদের বিজিবি আছে। গুলি দুইদিক থেকেই চলে। সীমান্ত এমনিতে ৩৬০ দিন শান্ত থাকে। দুই তরফের মধ্যে উৎসবে শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। সীমান্তে গুলি ও মৃত্যু একেবারেই কাঙ্খিত নয়, খুবই দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু অনুপ্রবেশ, চোরাচালানের বাস্তবতাকেও তো অস্বীকার করা যায় না। আর এটা একতরফা হয় না, বিএসএফ ও বিজিবি দুই পক্ষের গুলিতেই মানুষ মারা গেছেন।''

শ্রীরাধা দত্ত বলেছেন, ''তিস্তা ছাড়া আর তো জল নিয়ে খুব একটা সমস্যা নেই। তা নিয়ে আলোচনা হতেই পারে। তবে গত দেড় বছরে তারেক রহমানের কাছ থেকে ভারতবিরোধী বিবৃতি পাইনি। নির্বাচনের আগে তিনি এই ধরনের কথা বলবেন, সেটা প্রত্যাশিত। তারেক রহমানের কথাতে আমি অন্তত আশ্চর্য হইনি।''

সুমিত দত্ত মজুমদার মনে করেন, ''তিস্তা চুক্তির সুযোগ তো রয়েছে। আলোচনা হতে পারে। তবে ভারতের ক্ষেত্রে বড় বিষয় হলো, কট্টরপন্থিদের সঙ্গে তারেক রহমান ও তার দলের সম্পর্ক কী হবে সেই বিষয়টি?''

তিনি মনে করেন, ''শেখ হাসিনার ভারতে আশ্রয় নেওয়ার বিষয়টি মানবিক বিষয়। রাজনীতির বিষয়টি বাদ দিয়েই এটা বলা যায়। শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতের বরাবরই সুসম্পর্ক ছিল। তিনি উত্তরপূর্বের চরমপন্থিদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেননি। এ কথাটাও মনে রাখতে হবে।''

উৎপল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ''বিএনপি সবসময় গণতান্ত্রিক রীতি অনুসরণ করার কথা বলে। অতীতে তাদের শাসনকালেই ভারতে আশ্রয় নেওয়া রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা বাংলাদেশে ফিরতে পেরেছিলেন।''

‘প্রত্যাশিত মন্তব্য’

ভারতের পররাষ্ট্রসচিব সম্প্রতি বলেছেন, দিল্লি কেবল মানুষের ভোটে নির্বাচিত সরকারের সঙ্গেই ভারত কথা বলবে। ফলে ভারত এখন নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতায় আসার অপেক্ষা করছে। তারপরেই বোঝা যাবে, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের গতিপথ কোন দিকে যাচ্ছে।

তবে বিশেষজ্ঞরা সকলেই জানিয়েছেন, তারেক রহমানের এই প্রতিক্রিয়ায় তাদের কাছে প্রত্যাশিত। নির্বাচনের সময়ে রাজনৈতিক দলের নেতারা আক্রমণাত্মক থাকেন। তারেক রহমান যে ‘বাংলাদেশ ফার্স্ট‘ নীতির কথা বলেছেন, সেটাও প্রত্যাশিত। এখন বিশ্বজুড়ে সব রাজনীতিকই একই কথা বলছেন।

জাতীয় খবর রাজনীতি
বাংলা দৈনিক
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

‘বাংলাদেশি শিক্ষার্থী নিয়ে ডেনমার্কের অভিযোগ বিভ্রান্তিকর’

ডেনমার্ক ঃ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার নামে ডেনমার্কে বসবাসের সুযোগকে শ্রমবাজারে ঢোকার ‘পেছনের দরজা’ হিসেবে ব্যবহার করছেন বলে অভিযোগ করেছে দেশটির সরকার। তাই ভিসা নীতি কঠোর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটি।

উচ্চশিক্ষার জন্য বাংলাদেশসহ অনেক দেশের শিক্ষার্থীরা আসেন ইউরোপের দেশ ডেনমার্কে। কিন্তু বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার নামে দেশটিতে বসবাসের সুযোগকে শ্রমবাজারে ঢোকার ‘পেছনের দরজা’ হিসেবে ব্যবহার করছেন বলে অভিযোগ করেছে ডেনমার্ক সরকার। ফলে, বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ভিসা নীতি কঠোর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটি। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে আনা এমন অভিযোগ নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে ডেনমার্কে বাংলাদেশ দূতাবাস। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তারা বলছে, বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের এভাবে ঢালাও অভিযুক্ত করা বিভ্রান্তিকর এবং অন্যায্য।

১৮ সেপ্টেম্বর ডেনমার্কের অভিবাসন ও অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ডেনমার্কে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে অবস্থানকে শ্রমবাজারে প্রবেশের পেছনের দরজা হিসেবে ব্যবহার করা ঠেকাতে সরকার একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে।

দেশটিতে বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা, বিশেষ করে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছে ডেনিশ অভিবাসন মন্ত্রণালয়। তারা বলছে, পড়াশোনার জন্য ডেনমার্কে বসবাসের সুযোগকে শ্রম অভিবাসনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

যেসব পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে ডেনমার্ক

এমন প্রেক্ষাপটে দেশটির সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে। অভিবাসন মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছেঃ

যথাযথ শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়া তৃতীয় দেশের নাগরিকদের যেমন বাংলাদেশ ও নেপালের জন্য ডেনিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ অনেক বেশি কঠিন হবে।

ভর্তি প্রক্রিয়ার শর্ত কঠোর করা হবে এবং তৃতীয় দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আনার সুযোগ বাতিল করা হবে।

বিদেশি শিক্ষাগত সনদের যাচাই-বাছাইয়ের নিয়ম আরো কঠোর করা হবে।

ডেনিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মাস্টার্স প্রোগ্রামের ভর্তির শর্ত কঠোর করা হবে। যেমন ঃ ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষা বা ভাষা পরীক্ষা যুক্ত করা হতে পারে।

জালিয়াতি নিয়ন্ত্রণে আরো কঠোর অবস্থান নেয়ার পাশাপাশি জালিয়াতির শাস্তিও কঠোর করা হবে।

ডেনমার্কের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে কোনো বিদেশি শিক্ষার্থীর ভর্তি নিশ্চিত করার আগে তার শিক্ষাগত সনদ যাচাই করতে হবে।

সব প্রক্রিয়া পার করে যেসব শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবেন এবং শিক্ষার্থী ভিসায় ডেনমার্কে বসবাসের অধিকার পাবেন, তাদেরকেও কড়া নজরদারিতে রাখা হবে। যদি তারা ঠিকমতো পড়াশোনা না করেন, তাহলে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

তৃতীয় দেশের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পড়াশোনার খরচের বড় অংশ শুরুতেই পরিশোধ করতে হবে।

ডেনমার্কে পড়াশোনা শেষ করার পর চাকরি খোঁজার সময়সীমাও কমানো হবে। বর্তমানে, শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা শেষ করার পর চাকরি খোঁজার জন্য তিন বছর সময় পান। ভবিষ্যতে এই সময়সীমা কমিয়ে এক বছর করা হবে।

উল্লেখ্য, ডেনমার্কে তৃতীয় দেশের শিক্ষার্থীরা বলতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্র, আইসল্যান্ড, লিশ্টেনস্টাইন, নরওয়ে এবং সুইজারল্যান্ড ছাড়া অন্য যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীদের বোঝানো হয়।

যাচাই করা হবে বিদেশি সনদ

অভিবাসন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বিদেশি শিক্ষাগত সনদের যাচাইয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সহায়তা দেবে ডেনমার্কের ন্যাশনাল আইডি সেন্টার। এর লক্ষ্য হলো, ভুয়া সনদের মাধ্যমে কোনো বিদেশি শিক্ষার্থী যাতে ডেনমার্কে থাকার সুযোগ না পান।

ন্যাশনাল আইডি সেন্টার একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। এর মূল কাজ হলো, ডেনমার্কে অবস্থানরত বিদেশিদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা।

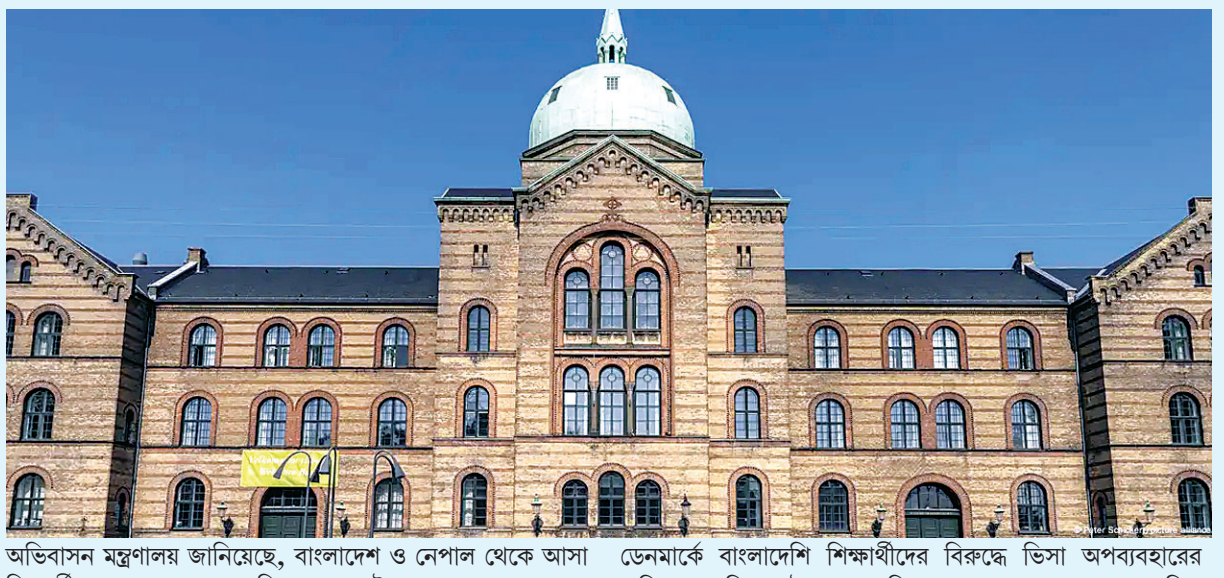

অভিবাসন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বাংলাদেশ ও নেপাল থেকে আসা শিক্ষার্থীদের বসবাসের অনুমতিপত্রও যাচাই করে দেখবে ন্যাশনাল আইডি সেন্টার। এই দুই দেশের শিক্ষার্থীরা কোনো ভুয়া সনদ দেখিয়ে ডেনমার্কে এসেছেন কিনা, তা যাচাই করবে সংস্থাটি।

অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি ঃ অভিবাসনমন্ত্রী

ডেনমার্কের অভিবাসনমন্ত্রী কারে ডিভাড বিক বলেছেন, ‘‘দুঃখজনকভাবে, উচ্চশিক্ষাকে ডেনিশ শ্রমবাজারে যুক্ত হওয়ার পেছনের দরজা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা এখন এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমরা বাংলাদেশ ও নেপাল থেকে আসা শিক্ষার্থী এবং তাদের পরিবারের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে দেখেছি। আমরা জানি, এই দুই দেশ থেকে আসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্যান্য বিদেশি শিক্ষার্থীদের তুলনায় ড্রপআউটের হার বেশি, এবং তাদের একাডেমিক ও ভাষাগত দক্ষতার ক্ষেত্রেও চ্যালেঞ্জ রয়েছে।’’

তিনি আরো বলেন, অন্যান্য বিদেশি শিক্ষার্থীদের তুলনায় বাংলাদেশি ও নেপালি শিক্ষার্থীরা বেশি কাজ করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অদক্ষ শ্রম।

কারে ডিভাড বিক বলেন, ‘‘যখন কেউ শিক্ষার জন্য ডেনমার্কে আসেন, তখন তাদের মূল উদ্দেশ্য অবশ্যই পড়াশোনা হওয়া উচিত।’’

শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সঙ্গে থাকা উচিত ঃ শিক্ষামন্ত্রী

ডেনমার্কের শিক্ষা ও গবেষণা মন্ত্রী ক্রিস্টিনা এগেলুন্ড বলেন, ‘‘যারা পড়াশোনা করতে চান তাদের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে থাকা উচিত। কিন্তু এই সুযোগ তাদের জন্য নয়, যারা নিয়মের অপব্যবহার করে ডেনিশ শ্রমবাজারে অন্তর্ভুক্ত হতে এটিকে ব্যবহার করেন।’’

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘‘আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা প্রতিবছর প্রতিভাবান আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে আসি, যা একটি বড় অর্জন আমরা তা নষ্ট করতে পারি না।’’

আর তাই প্রতারণা প্রতিরোধে লক্ষ্যভিত্তিক ও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

মাস্টার্সে বাংলাদেশিদের সংখ্যা সবেচেয়ে বেশি

ডেনমার্কে তৃতীয় দেশের শিক্ষার্থীদের সাধারণত নিজেদের শিক্ষা খরচ নিজেদের বহন করতে হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা ডেনিশ শিক্ষাবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য নন।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৪ সালে ডেনমার্কে মাস্টার্স ডিগ্রি প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়া আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। গত বছর দুই হাজার ৭১ জন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ডেনমার্কের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে ভর্তি হয়েছেন। এরপর রয়েছে জার্মানি ও ইটালির শিক্ষার্থীরা।

ডেনিশ সরকারের পরিসংখ্যান বলছে, চীনা শিক্ষার্থীদের রেসিডেন্স পারমিটের মাত্র এক শতাংশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার্থীদের রেসিডেন্স পারমিটের দুই শতাংশ তাদের সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের এনেছেন।

কিন্তু সেখানে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই হার ৫৮ শতাংশ এবং নেপালি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ৭৪ শতাংশ।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা শোষণের শিকার, অপব্যবহারকারী নয় বাংলাদেশ দূতাবাস

ডেনমার্কে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ভিসা অপব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে কোপেনহেগেনে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস। ৩০ সেপ্টেম্বর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের এমন ঢালাও বা সাধারণভাবে অভিযুক্ত করা বিভ্রান্তিকর এবং অন্যায্য। এমন অভিযোগ ডেনমার্কে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশোনা করা বহু প্রকৃত শিক্ষার্থীর প্রতি অন্যায় বলেও মনে করে ডেনমার্কে বাংলাদেশ দূতাবাস।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি কিছু প্রতিবেদনে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ভিসাকে শ্রমবাজারে প্রবেশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে বলে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা যথাযথ ও আইনসম্মত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডেনমার্কে আসেন, ভর্তি ও আবাসনের সব শর্ত পূরণ করেন।

দূতাবাস বলছে, বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা ডেনিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য উচ্চ টিউশন ফি পরিশোধের পাশাপাশি জীবনযাত্রার ব্যয়ও বহন করেন।

তবে বাংলাদেশ দূতাবাস বলেছে, দুঃখজনকভাবে কিছু শিক্ষা পরামর্শক সংস্থার কারণে কিছু সংখ্যক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী বিভ্রান্ত হয়েছেন। কারণ, ওই প্রতিষ্ঠানগুলো ডেনমার্কের সুযোগ-সুবিধার অতিরঞ্জিত চিত্র তাদের সামনে তুলে ধরেছে। ফলে, অনেক শিক্ষার্থী আর্থিক চাপে পড়েন এবং খণ্ডকালীন চাকরিতে যুক্ত হন। আর এটি ডেনিশ আইনে সম্পূর্ণভাবে বৈধ। এতে তাদের শিক্ষাজীবনে প্রভাব পড়লেও, তাদের মেধা, সততা বা উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না।

বাংলাদেশ দূতাবাস বেশ জোর দিয়ে বলেছে, বেশিরভাগ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী পরিশ্রমী, আইন মেনে চলেন এবং ডেনিশ বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখছেন। তাই, বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের নামে ঢালাও অভিযোগ ও দুর্নাম না ছড়াতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে দূতাবাস।

যারা অসাধু মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে শোষণের শিকার হয়েছেন, তাদের অপব্যবহারকারী হিসেবে উপস্থাপন করা উচিত নয় বলেও মনে বাংলাদেশ দূতাবাস। বরং, তাদের যথাযথ সহায়তা ও দিকনির্দেশনা দেওয়া উচিত, যাতে তারা ডেনমার্কে আসার মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ মানসম্মত শিক্ষা অর্জন করতে পারেন।

বাংলাদেশ দূতাবাস আরো জানিয়েছে, অনেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ডেনিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স প্রোগ্রামে পড়ার জন্য পূর্ণ বৃত্তি পেয়েছেন, যা তাদের শিক্ষাগত উৎকর্ষতা, যোগ্যতা ও প্রস্তুতির স্মারক।

ডক্টরাল ও পোস্টডক্টরাল পর্যায়ে বাংলাদেশি গবেষক এবং শিক্ষকেরা ডেনিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা ও শিক্ষাদানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন বলেও উল্লেখ করেছে ডেনমার্কে বাংলাদেশ দূতাবাস।

দূতাবাস জানিয়েছে, বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান দেওয়া এবং ডেনমার্কে পড়াশোনার সুযোগের অপব্যবহার কার্যকরভাবে মোকাবিলায় ডেনমার্ক কর্তৃপক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশি কমিউনিটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মধ্য দিয়ে কাজ করতে দূতাবাস প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মধ্যপ্রদেশে একের পর এক শিশুর মৃত্যু, আবারও কফ সিরাপের মরণফাঁদ

ভোপাল ঃ এ যেন চেনা ঘাতকের ফিরে আসা। এর জের ধরে একটি ওষুধ কোম্পানির মালিক সদ্য গ্রেপ্তারও হয়েছেন।

সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে মধ্যপ্রদেশের একটি ছোট্ট শহরে আচমকা একে পর এক শিশু মারা যেতে থাকে। স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীরা হন্যে হয়ে এর কারণ খুঁজতে থাকেন। অন্তত ১৯টি শিশুর মৃত্যু হয়েছিল এবং সেটা হয়েছিল একটি চেনা কফ সিরাপ খাওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে। তাদের বয়স এক থেকে ছয় বছরের মধ্যে। স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা খাওয়ার পানি থেকে শুরু করে মশার কামড়ের শঙ্কা পর্যন্ত সবকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকেন। কফ সিরাপটিতে ৪৮ দশমিক ৬ শতাংশ ডাইথাইলিন গ্লাইকোল আছে। এটি একটি বিষাক্ত দ্রাবক, যা শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত হয়। ওষুধে এটি থাকারই কথা নয়। বিষাক্ত এই অ্যালকোহল পান করলে সচরাচর কিডনি বিকল হয়ে যায়। তারপর জানা গেল, এই শিশুদের সবারই কিডনি বিকল হয়ে গিয়েছিল। তারা সবাই যে কফ সিরাপটি খেয়েছিল, সেটার নাম কোল্ডরিফ। কর্মকর্তারা কফ সিরাপটি পরীক্ষা করতে চেন্নাইয়ে একটি সরকারি পরীক্ষাগারে পাঠান। সেখান থেকে কয়েক সপ্তাহ পর নিশ্চিত করা হয় যে কফ সিরাপটিতে ৪৮ দশমিক ৬ শতাংশ ডাইথাইলিন গ্লাইকোল আছে। এটি একটি বিষাক্ত দ্রাবক, যা শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত হয়। ওষুধে এটি থাকারই কথা নয়। বিষাক্ত এই অ্যালকোহল পান করলে সচরাচর কিডনি বিকল হয়ে যায়। শুধু মধ্যপ্রদেশে নয়, প্রতিবেশী রাজস্থান রাজ্যেও দুটি শিশুর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। অভিযোগ আছে, তারাও স্থানীয়ভাবে তৈরি একটি কাশির সিরাপ খেয়েছিল। সিরাপটি খুব ছোট শিশুদের জন্য নিরাপদ নয়। এ থেকে সেখানে গণরোষ তৈরি হয় এবং সরকার তদন্তে নামে।

ঘাতক নতুন নয়

ভারতে তৈরি কফ সিরাপে থাকা বিষাক্ত দ্রাবক ডাইথাইলিন গ্লাইকোল বছরের পর বছর ধরে বহু শিশুর মৃত্যুর কারণ হয়েছে। ২০২৩ সালে গাম্বিয়ায় ৭০টি এবং উজবেকিস্তানে ১৮টি শিশুর মৃত্যুর কারণ হিসেবে ভারতের তৈরি কফ সিরাপের কথা এসেছিল। তার আগে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২০ সালের জানুয়ারির মধ্যে ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু ও কাশ্মীরে কফ সিরাপ খেয়ে অন্তত ১২ শিশুর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ উঠেছিল। তাদের সবার বয়স পাঁচ বছরের কম ছিল। সে সময় সেখানে কফ সিরাপ সেবনে আরও বেশি শিশুর মৃত্যুর হয়েছিল বলে দাবি করেছিলেন আন্দোলনকর্মীরা। ২০২৩ সালে গাম্বিয়ায় ৭০টি এবং উজবেকিস্তানে ১৮টি শিশুর মৃত্যুর কারণ হিসেবে ভারতের তৈরি কফ সিরাপের কথা এসেছিল।

অতীতে কোডিনযুক্ত কফ সিরাপ নিয়েও শোরগোল উঠেছে।

প্রতিবারই শিশু মৃত্যুর পর কিছুদিন হইচই হয়, ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিছুদিন পর বিষাক্ত সিরাপ আবার ফিরে আসে। সমালোচকেরা বলছেন, ওষুধের বাজারে বিভক্তি এবং দুর্বল নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার কারণে এমনটা হয়। প্রায়ই ছোট ছোট কোম্পানি অনুমোদনহীন এসব সিরাপ তৈরি করে এবং কম দামে বাজারে বিক্রি করে। প্রায়ই এগুলো দেখেও না দেখার ভান করা হয়। ভারতে কফ সিরাপের বাজারও ২০৩৫ সাল নাগাদ অনেক বড় হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলা হয়।

গুয়াইফেনেসিন টিজি সিরাপে পাওয়া গেছে মাত্রাতিরিক্ত ডাইথাইলিন গ্লাইকোল এবং ইথিলিন গ্লাইকোল

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি বলেছে, তামিলনাড়ুভিত্তিক একটি ওষুধ কোম্পানি কোল্ডরিফ নামে ওই কফ সিরাপটি তৈরি করেছে। শ্রীসান ফার্মাসিউটিক্যালস নামে ওই ওষুধ কোম্পানির মালিকের নাম রঙনাথান গোবিন্দান। গতকাল বুধবার রাতে মধ্যপ্রদেশ পুলিশ চেন্নাই থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। কর্মকর্তারা বলেন, রঙনাথনের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর (অ্যাডালটারেটেড) ওষুধ তৈরি, হত্যাচেষ্টা এবং শিশুদের নিরাপত্তা বিপন্ন করার অভিযোগ আনা হয়েছে। রঙনাথন তাঁর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং আদালতে নিজের দাবির পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করার কথা বলেছেন।

বাংলাদেশে স্লোগানের আলো ও অন্ধকার, ইতিহাস মনে রাখে যে ধ্বনি

ঢাকা ঃ স্লোগান পারে ইতিহাস বদলে দিতে, পারে অশ্রু ভেজা রাতকে পরিণত করতে বিজয়ের প্রভাতে। মানুষের বুকের ভেতর জমে থাকা ক্ষোভ, স্বপ্ন আর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা একসময় স্লোগান হয়েই ঝড় তোলে রাস্তায়, শহরে, গ্রামে।

স্লোগানএকটি শব্দ, কিন্তু তার প্রতিধ্বনি পারে ইতিহাস বদলে দিতে, পারে অশ্রু ভেজা রাতকে পরিণত করতে বিজয়ের প্রভাতে। মানুষের বুকের ভেতর জমে থাকা ক্ষোভ, স্বপ্ন আর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা একসময় স্লোগান হয়েই ঝড় তোলে রাস্তায়, শহরে, গ্রামে।

ভাষা থেকে স্বাধীনতা

১৯৫২ সালে খাজা নাজিমউদ্দিনের ঘোষণাউর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষাশুকনো কাঠে আগুনের মতো ছড়িয়ে দিয়েছিল প্রতিবাদের ঢেউ। রাজপথ কেঁপে উঠেছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই ধ্বনিতে। শাসকের কাঁপা কাঁপা সিংহাসনের সামনে উচ্চারিত হয়েছিল নাজিম-নূরুল দুই ভাই, এক দড়িতে ফাঁসি চাই। ২১ ফেব্রুয়ারি বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল রক্তের গন্ধ। সেখান থেকেই শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার স্লোগানের পথচলা।

এরপর ১৯৭১বাঙালির রক্তজাগানিয়া স্লোগান বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো, তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, আর সবার ওপরে প্রাণের স্লোগান হয়ে ওঠে জয় বাংলা। এই জয় বাংলা শুধু মুক্তিযোদ্ধার কণ্ঠে নয়, বরং মাটির গভীর থেকে উঠে আসা এক অদম্য আকাঙ্খা। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশবিরোধী লড়াইয়ের দিনগুলোতে লিখেছিলেন, ‘‘বাঙলার জয় হোক, বাঙালির জয় হোক’’- যার অনুরণন ১৯৭১-এ মিলেছিল নতুন রূপে।

গণতন্ত্রের মিছিল

সময়ের পরতে পরতে স্লোগান হয়ে উঠেছে গণতন্ত্রের শ্বাস। ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর শহিদ নূর হোসেনের বুকে লেখা স্বৈরাচার নিপাত যাক আর পিঠে গণতন্ত্র মুক্তি পাকআজও ইতিহাসের বুক চিড়ে বাজে। ১৯৯০-এর আন্দোলনে সেই স্লোগানই রাস্তায় রাস্তায়, গ্রামে গ্রামে আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল।

আধুনিক স্লোগান ঃ ন্যায়বিচার ও বিদ্রোহ

২০১৩-র গণজাগরণ মঞ্চে কেঁপে উঠেছিল শাহবাগ ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই, রাজাকারের ফাঁসি চাই, রাজাকারের ঠিকানা, সোনার বাংলায় হবে নাএইসব স্লোগানে। অন্যদিকে হেফাজতের সমাবেশে শোনা গিয়েছিল নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবর, নাস্তিকদের ফাঁসি চাই ইত্যাদি স্লোগান।

২০১৮ সালে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মুখে শোনা গেল অন্যরকম স্লোগানকখনো শ্লেষ, কখনো ব্যঙ্গ, কখনো বুকফাটা কান্না। আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাহিরে, আমার মা কাঁদছে, নৌমন্ত্রী হাসছেএইসব ধ্বনি রাস্তায় রাস্তায় বয়ে এনেছিল অগ্নিগর্ভ এক সময়।

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রস্থানের প্রতীক হিসেবে মানুষ হেলিকপ্টার আকৃতির বেলুন ধরে আছে।বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রস্থানের প্রতীক হিসেবে মানুষ হেলিকপ্টার আকৃতির বেলুন ধরে আছে।

২০২৪ ঃ ‘একাত্তরের হাতিয়ার’ আবার

চব্বিশের জুলাই ফিরে এলো ১৯৭১-এর স্পৃহা। শিক্ষার্থীরা ধ্বনি তুললএকাত্তরের হাতিয়ার, গর্জে ওঠো আরেকবার’’। কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলন বদলে গেল গণঅভ্যুত্থানে। রাস্তায় রাস্তায় প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো

আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম,

দালালি না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ,

লাশের ভেতর জীবন দে, নইলে গদি ছাইড়া দে,

জ্বালো রে জ্বালো, আগুন জ্বালো। আবু সাঈদের মৃত্যু সেই আন্দোলনে ঢেলে দিলো নতুন আগুন।

বিকৃত স্লোগানের অন্ধকার

কিন্তু সব স্লোগান আলো আনে না। কিছু কিছু স্লোগান, জন্মমুহূর্তেই ইতিহাসের আবর্জনায় স্থান করে নেয়। যেমনএকটা একটা .... ধর, ধইরা ধইরা জবাই কর কিংবা একটা দুইটা ..... ধর, সকাল-বিকাল নাশতা করযা প্রতিবাদ নয়, বরং বিকৃত মানসিকতার প্রতিফলন। একইভাবে এখন শোনা যায় এর উল্টো স্লোগান। সেটাও কাম্য নয়।

২০১৮ সালের সড়ক আন্দোলনে শোনা গিয়েছিলআমার ভাইয়ের রক্তে লাল, পুলিশ কোন চ্যারবাল। পুরান ঢাকায় এক ব্যবসায়ীকে হত্যা করার পর এক সভায় উচ্চারিত হয়েছিলএক দুই তিন চার, তাজিমার।

সাম্প্রতিককালে মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমানের বাড়ির সামনে তরুণ-তরুণীদের স্লোগানটিনের চালের কাউয়া, ফজলু আমার..লজ্জিত করেছে জাতিকে।

এমন স্লোগান ইতিহাসে টেকে না। মানুষ ভুলে যায় স্লোগানটিকে, কিন্তু বিকৃতকারীর নাম হয়ে যায় ঘৃণার ট্রেডমার্ক।

শেষকথা

স্লোগান জাতির প্রতিবাদের হাতিয়ার, জনমানুষের মনের ভাষা। কোনো কোনো স্লোগান শত বছর পরেও উজ্জীবিত করে মানুষকে, আবার কিছু স্লোগান জন্ম মুহূর্তেই ধ্বংস ডেকে আনে। আজকের তরুণরাই আগামী দিনের রাষ্ট্র নির্মাতা। তাদের হাতে যদি থাকে ইতিবাচক ভাষা, বিশ্বমানের স্লোগান, তবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে আলোর পথে। কারণ, তরুণরা ঠিক থাকলে দেশও ঠিক থাকবে। স্লোগান হবে প্রেরণার, ঐক্যের, সংগ্রামেরকখনোই বিভেদ আর বিকৃতির নয়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

অক্টোবর বিপ্লব : জার নিকোলাসকে যেভাবে দেখে আজকের রাশিয়া

মাস্কো : বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে সবচেয়ে যুগান্তকারী ঘটনাগুলোর একটি ছিল রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, যা রুশ বর্ষপঞ্জী অনুযায়ী অক্টোবর বিপ্লব নামেও পরিচিত।

এ বছর বিশ্বজুড়ে নানাভাবে পালিত হচ্ছে এই বিপ্লবের শততম বার্ষিকী। সমাজতন্ত্রের পতন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর আজকের রাশিয়ায় অবশ্য এই অক্টোবর বিপ্লবকে মূল্যায়ন করা হয় ভিন্ন আলোকে।

রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে কম্যুনিস্ট বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করেছিল।

অক্টোবর বিপ্লবের কয়েক মাসের মধ্যেই বলশেভিকরা সপরিবারে হত্যা করে রাশিয়ার শেষ সম্রাট, জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে। রাশিয়ার ইয়েকাতারিনবার্গ বলে যে জায়গায় এই হত্যাকান্ড ঘটেছিল, সেখানে গিয়েছিলেন বিবিসির স্টিভ রোজেনবার্গ।

রুশ বিপ্লবের শুরুতেই ইয়েকাতারিনবার্গের অর্থোডক্স গির্জায় ঘটেছিল সেই রক্তাক্ত ঘটনা, যে গির্জাকে বলা হয় 'চার্চ অন দ্য ব্লাড। ১৯১৮ সালে এখানেই হত্যা করা হয়েছিল জার দ্বিতীয় নিকোলাস, তার স্ত্রী, সন্তান এবং তাদের গৃহকর্মীদের। বলশেভিকরা গুলি করে এবং বেয়নেট চালিয়ে তাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করে। এরপর তাদের মৃতদেহ একটি ট্রাকে করে শহরের বাইরে নিয়ে ফেলে দেয়া হয়।

ইয়েকাতারিনবার্গের উপকন্ঠে যেখানে জার দ্বিতীয় নিকোলাস এবং তার পরিবারের মৃতদেহ ফেলে দেয়া হয়েছিল বলে মনে করা হয়, সেই জায়গাটি এখন একটি ক্রুশ দিয়ে চিহ্নিত করা।

১৯৯৮ সাল সেন্ট পিটার্সবার্গে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিকোলাস, তার স্ত্রী আলেক্সান্দ্রা এবং তাদের তিন সন্তানকে নতুন করে সমাহিত করা হয়।

এর আগে অবশ্য ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছিল যে ইয়েকাতারিনবার্গের উপকন্ঠে খুঁজে পাওয়া দেহাবশেষ আসলে জার নিকোলাস এবং তার পরিবারের সদস্যদের। রাশিয়ার অর্থোডক্স চার্চ যদিও জার নিকোলাস এবং তার পরিবারের সদস্যদের সাধু বলে স্বীকৃতি দিয়েছে, তবে চার্চের মুখপাত্র মেট্রেপলিটন হিলারিয়ন বলছেন তারা আরও পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে চায় ইয়েকাতারিনবার্গের দেহাবশেষ আসলেই রাজপরিবারের সদস্যদের কীনা।

''এখন আরও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন করে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি এমন সম্ভাবনা প্রবল যে ইয়েকাতারিনবার্গে খুঁজে পাওয়া হাড়-গোড় যে রাজপরিবারের সদস্যদের, সেটাকে চার্চ স্বীকৃতি দেবে।''

জার দ্বিতীয় নিকোলাস ছিলেন একজন নিষ্ঠুর স্বৈরশাসক। যেভাবে তিনি দেশ শাসন করেছেন, তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন এবং বিতর্ক আছে। কিন্তু আজকের রাশিয়া যেন তাকে ভিন্ন আলোতে দেখতে চাইছে।

বিবিসির স্টিভ রোজেনবার্গ বলছেন ইয়েকাতারিনবার্গের গির্জায় প্রার্থনা সঙ্গীতে জার নিকোলাসের প্রশংসা করা হচ্ছে।

গির্জায় গান করেন নাস্তিয়া। তিনি বলছিলেন তিনি জার নিকোলাসকে দেখেন ভিন্ন চোখে। ''আমি তাকে সবসময় একটি বড় জাহাজের ক্যাপ্টেন হিসেবে দেখি। রাশিয়া হচ্ছে বড় জাহাজ। জার নিকোলাস তার ক্যাপ্টেন। তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত এই বিরাট জাহাজের ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব পালন করেছেন।''

রুশ বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে লেনিনের মূর্তিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনছবির উৎস,ক্সক্স্ক্স্ব্স্ছ্ক্র্গ্ক্সক্সক্ষ ছবির ক্যাপশান,রুশ বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে লেনিনের মূর্তিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

কিন্তু রাশিয়ায় আবারও রাজতন্ত্র ফিরে আসুক, সেটা ওখানে কেউই চান না। স্কুল শিক্ষিকা ওলগা বলছেন, তাদের আছে ভ্লাদিমির পুতিন, তাদের আরেকজন জার কেন প্রয়োজন? ''একজন জার যেভাবে রাশিয়া চালানোর চেষ্টা করতেন, আমাদের প্রেসিডেন্ট তো সেভাবেই দেশ চালাচ্ছেন। তো জারের প্রয়োজন কী?''

আজকের রাশিয়ার ছেলে-মেয়েরা যে নতুন ইতিহাসের পাঠ নিচ্ছে, তার সঙ্গে অক্টোবর বিপ্লব পরবর্তী ইতিহাসের ফারাকটা বিরাট।

গাজায় যুদ্ধবিরতি : ইসরায়েল-হামাসের সম্মতি নিয়ে বিশ্বনেতারা কে কী বললেন

গাজা : গাজায় যুদ্ধ বন্ধে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনার প্রথম ধাপ বাস্তবায়নে ইসরায়েল ও হামাস সম্মত হয়েছেমার্কিন প্রেসিডেন্টের এ ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পর আজ বৃহস্পতিবার বিভিন্ন দেশের নেতারা শান্তির আশা ব্যক্ত করেছেন। পাশাপাশি উভয় পক্ষকে এবিষয়ক অঙ্গীকারগুলো পূরণের আহ্বান জানিয়েছেন। দুই বছর ধরে চলা গাজা যুদ্ধে এই অগ্রগতি অনেকের কাছে বড় ধরনের সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। দুই পক্ষের চুক্তি অনুযায়ী, ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস কয়েক দিনের মধ্যে তাদের কাছে থাকা জীবিত ২০ ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেবে। বিনিময়ে ইসরায়েল ফিলিস্তিনি বন্দীদের ছেড়ে দেবে। একই সঙ্গে ইসরায়েলি সেনারা গাজার অধিকাংশ এলাকা থেকে সরে যাওয়া শুরু করবেন।

ট্রাম্প নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, 'এর মানে হলো, খুব শিগগির সব জিম্মি মুক্তি পাবেন, আর ইসরায়েল তাদের সেনাদের এক সমঝোতাকৃত সীমারেখায় ফিরিয়ে আনবে। এটি একটি শক্তিশালী, টেকসই ও চিরস্থায়ী শান্তির প্রথম ধাপ।'

এদিকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, 'ঈশ্বরের সাহায্যে আমরা সবাইকে (জিম্মিদের) ঘরে ফিরিয়ে আনব।'

দেখা যাক, বিশ্বের বিভিন্ন নেতা হামাসইসরায়েলের এ সম্মতি নিয়ে কী বলেছেন

তুরস্ক : হামাস ও ইসরায়েলদুই পক্ষের আলোচনায় ভূমিকা রাখা তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে তিনি ট্রাম্পকে 'প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রদর্শন করার' জন্য ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে কাতার ও মিসরকেও মধ্যস্থতায় ভূমিকা রাখার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। এরদোয়ান বলেন, তুরস্ক চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করবে এবং এ প্রক্রিয়ায় অবদান অব্যাহত রাখবে। তিনি আরও বলেন, 'দুই বছর ধরে বর্ণনাতীত কষ্ট সহ্য করা আমার ফিলিস্তিনি ভাইবোনদের প্রতি আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।' তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গাজায় মানবিক সহায়তা পাঠানো এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং দ্রুত পুনর্গঠনের কাজ শুরু করা জরুরি।

তুরস্ক চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করবে এবং এই প্রক্রিয়ায় অবদান অব্যাহত রাখবে। দুই বছর ধরে বর্ণনাতীত কষ্ট সহ্য করা আমার ফিলিস্তিনি ভাইবোনদের প্রতি আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট

ফ্রান্স : ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ এ চুক্তিকে 'জিম্মি ও তাঁদের পরিবার, গাজার ফিলিস্তিনি ও গোটা অঞ্চলের জন্য এক বড় আশার বার্তা' বলে উল্লেখ করেছেন। এক্সে দেওয়া বার্তায় মাখোঁ ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং কাতার, মিসর ও তুরস্কের মধ্যস্থতাকারীদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং ইসরায়েল ও হামাস দুই পক্ষকে চুক্তির শর্ত কঠোরভাবে মেনে চলার আহ্বান জানান। মাখোঁ জানান, গাজার ভবিষ্যৎ নিয়ে আরও পরের দিকে প্যারিসে ইউরোপীয় ও আরব দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক বৈঠকে ওই চুক্তি নিয়ে আলোচনা হবে। তিনি বলেন, এ চুক্তি (গাজায়) যুদ্ধের সমাপ্তি ও (ইসরায়েলফিলিস্তিন সংকটের) দুই রাষ্ট্রভিত্তিক রাজনৈতিক সমাধানের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত হোক।

যুক্তরাজ্য : ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার চুক্তির খবরকে স্বাগত জানিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে গাজায় সহায়তা প্রবেশে সব ধরনের অবরোধ তুলে নেওয়ার আহ্বান জানান। স্টারমার বলেন, এটি এমন এক মুহূর্ত, যা সারা বিশ্বে গভীর স্বস্তি এনে দেবে বিশেষ করে জিম্মিদের পরিবার ও গাজার বেসামরিক মানুষদের জন্য। তাঁরা গত দুই বছর অকল্পনীয় দুর্ভোগ সহ্য করেছেন। স্টারমার যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি মিসর, কাতার ও তুরস্কের 'অবিরাম কূটনৈতিক প্রচেষ্টা'র প্রশংসা করেন এবং বলেন, যুক্তরাজ্য যুদ্ধবিরতিকে স্থায়ী শান্তির পথে পরিণত করতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। দুই পক্ষের চুক্তি অনুযায়ী, ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস কয়েক দিনের মধ্যে তাদের কাছে থাকা জীবিত ২০ ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেবে। বিনিময়ে ইসরায়েল ফিলিস্তিনি বন্দীদের ছেড়ে দেবে। একই সঙ্গে ইসরায়েলি সেনারা গাজার অধিকাংশ এলাকা থেকে সরে যাওয়া শুরু করবেন।

ইতালি : ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এই চুক্তিকে 'অসাধারণ খবর' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'এই চুক্তি এবং ট্রাম্পের পরিকল্পনার নির্দেশিত বৃহত্তর পথ এই সংঘাত শেষ করার এক বিরল সুযোগ। এটি আমাদের কাজে লাগাতে হবে।' মেলোনি আরও বলেন, 'আমি সব পক্ষকে আহ্বান জানাই, তারা যেন ইতিমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলো সম্পূর্ণভাবে সম্মান জানায় এবং শান্তি পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে।' মেলোনি জানান, ইতালি মধ্যস্থতাকারী দেশগুলোর প্রচেষ্টায় সহায়তা অব্যাহত রাখবে এবং গাজায় স্থিতিশীলতা, পুনর্গঠন ও উন্নয়নে অবদান রাখতে প্রস্তুত।

জাতিসংঘ : জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'জাতিসংঘ এ চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে এবং মানবিক ত্রাণ কার্যক্রম জোরদার করবে। পাশাপাশি আমরা গাজার পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমও এগিয়ে নেব।' মহাসচিব আরও বলেন, এখন এই ঐতিহাসিক সুযোগ কাজে লাগিয়ে এমন একটি রাজনৈতিক পথ তৈরির সময় এসেছে যা দখলদারির অবসান ঘটাবে, ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি দেবে এবং দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের পথে ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের নিরাপদে সহাবস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

কানাডা : কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, 'জিম্মিদের শিগগিরই পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটবে জেনে আমি স্বস্তি পেয়েছি।' মার্ক কার্নি আরও বলেন, বহু বছরের তীব্র কষ্টের পর অবশেষে মনে হচ্ছে, শান্তি এখন নাগালের মধ্যে। কানাডা সব পক্ষকে আহ্বান জানায়, তারা যেন দ্রুত চুক্তির সব শর্ত বাস্তবায়ন করে একটি ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী শান্তির দিকে এগিয়ে যায়। কার্নি কাতার, মিসর ও তুরস্ককে মধ্যস্থতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় ধন্যবাদ জানান।

আর্জেন্টিনা : আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ার মিলে এক্সে লেখেন, 'এ সুযোগে আমি জানাতে চাই, আন্তর্জাতিক শান্তিতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে আমি ডোনাল্ড জে ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দেব।' ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত এই নেতা আরও লেখেন, অন্য কোনো নেতা এমন সাফল্য অর্জন করলে অনেক আগেই এ পুরস্কার পেতেন।

মালয়েশিয়া : মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম এক বিবৃতিতে বলেন, মাসের পর মাস অসহনীয় কষ্ট ও ধ্বংসের পর এ চুক্তি কিছুটা হলেও আশার আলো দেখাচ্ছে।আনোয়ার ইব্রাহিম সব পক্ষকে এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে স্থায়ী ও সর্বাত্মক শান্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

এ চুক্তি (গাজায়) যুদ্ধের সমাপ্তি ও (ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংকটের) দুই রাষ্ট্রভিত্তিক রাজনৈতিক সমাধানের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত হোক।

এমানুয়েল মাখোঁ, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট

জাপান : জাপানের চিফ কেবিনেট সেক্রেটারি ইয়োশিমাসা হায়াশি সাংবাদিকদের বলেন, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে 'প্রথম ধাপের চুক্তি' হওয়ায় জাপান তাকে স্বাগত জানাচ্ছে। এটি পরিস্থিতি শান্ত করার ও দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। হায়াশি যুক্তরাষ্ট্র, কাতার, মিসর, তুরস্কসহ অন্যান্য মধ্যস্থতাকারী দেশের 'অবিরাম প্রচেষ্টা'র প্রশংসা করেন এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের প্রতি চুক্তির 'আন্তরিক ও ধারাবাহিক বাস্তবায়ন' নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। টোকিও গাজার মানবিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ও পুনর্গঠনে সহায়তা অব্যাহত রাখবে বলেও জানান হায়াশি।

অস্ট্রেলিয়া : অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ চুক্তিটিকে 'আশার আলো' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আলবানিজ বলেন, এ ঘোষণা আট দশকের সংঘাত ও সন্ত্রাসের পর সহিংসতার চক্র ভেঙে একটি ভালো ভবিষ্যৎ গড়ার আশা এনে দিয়েছে। আজকের দিনটি বিশ্বের জন্য সত্যিকারের আশার দিন।

নিউজিল্যান্ড : নিউজিল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইনস্টন পিটার্স বলেন, গত দুই বছর ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিরা প্রচণ্ড কষ্ট ভোগ করেছেন। আজকের এ চুক্তি সেই কষ্ট অবসানের প্রথম ইতিবাচক পদক্ষেপ। হামাস ও ইসরায়েলকে চুক্তির সব শর্ত বাস্তবায়নের আহ্বান জানান তিনি।

'এটি স্থায়ী শান্তির পথে অপরিহার্য প্রথম ধাপ। আমরা ইসরায়েল ও হামাসকে আহ্বান জানাই, তারা যেন পূর্ণ সমাধানের পথে এগিয়ে যায়', বলেন পিটার্স।

ভারত : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্সে লেখেন, 'জিম্মিদের মুক্তি ও গাজার মানুষের জন্য মানবিক সহায়তা বৃদ্ধি তাঁদের কষ্ট কিছুটা লাঘব করবে এবং স্থায়ী শান্তির পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে, আমরা সেই আশাই করি।'

পাকিস্তান : পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এক্সে লেখেন, এ চুক্তি গাজার জনগণের দুর্ভোগের অবসান ঘটানো এবং ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই শান্তির পথে অগ্রসর হওয়ার এক ঐতিহাসিক সুযোগ। শাহবাজ চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ট্রাম্পের ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, সংলাপ ও আলোচনার পুরো প্রক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্ব তাঁর বিশ্বশান্তির প্রতি অবিচল অঙ্গীকারের প্রতিফলন। শাহবাজ কাতার, মিসর ও তুরস্কের মধ্যস্থতাকারী ভূমিকারও প্রশংসা করেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'সবচেয়ে বড় কথা, আমরা শ্রদ্ধা জানাই ফিলিস্তিনি জনগণের ধৈর্য ও সহনশীলতাকে।

সম্পাদকীয়

শান্তি চুক্তির প্রথম ধাপে একমত হামাস ও ইসরায়েল, জিম্মি ও বন্দিদের মুক্তির পথ খুললো

ইসরায়েল ও হামাস গাজায় শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় বাস্তবায়নে সম্মত হয়েছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, ইসরায়েল ও হামাস উভয়ই আমাদের শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে স্বাক্ষর করেছে। এর অর্থ হলো খুব শিগগিরই সব জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া হবে এবং ইসরায়েল নিজেদের সেনাদের নির্ধারিত একটি লাইনে সরিয়ে আনবে। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এই চুক্তিকে ইসরায়েলের জন্য একটি মহান দিন বলে অভিহিত করেছেন। এই চুক্তি অনুমোদনের জন্য বৃহস্পতিবার তার সরকারের একটি বৈঠক আহ্বান করেছেন। হামাসও এই চুক্তি স্বাক্ষরের কথা নিশ্চিত করেছে। একইসাথে ট্রাম্প এবং এই চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে তা পুরোপুরিভাবে মেনে চলতে ইসরায়েলকে বাধ্য করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে হামাস। শান্তি চুক্তি সই হওয়ার খবরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখা গেছে গাজাবাসীকে, ইসরায়েলেও অনেকে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। ২০২৩ সালের সাতই অক্টোবর হামাসের হামলার পাল্টা জবাবে গাজায় ইসরায়েল সামরিক অভিযান শুরু করার দুই বছর দুই দিন পরে মিশরে এই সমঝোতার আলোচনা শুরু হয়। হামাসের ওই হামলায় প্রায় ১২০০ জন নিহত এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করা হয়েছিল। হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সেসময় থেকে গাজায় ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর অভিযানে অন্তত ৬৭ হাজার ১৮৩ জন নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে ২০ হাজার ১৭৯ জনই শিশু।

গত সপ্তাহে ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষিত ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় বাস্তবায়নে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ইসরায়েল ও হামাস। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, সব পক্ষের সাথে ন্যায্য আচরণ করা হবে এবং এটি একটি শক্তিশালী এবং চিরস্থায়ী শান্তির দিকে অগ্রসরের প্রথম পদক্ষেপ। ইসরায়েলি সরকার এই চুক্তি অনুমোদন দিলে একটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে। এরপর বাকি জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া হবে এবং গাজার বেশ কিছু জায়গা থেকে সেনা প্রত্যাহার করা হবে। ট্রাম্পের ব্যক্তিগত উদ্যোগে শান্তির জন্য আলোচনা আরো জোরদার হয়েছে। কেবল হামাসকেই নয় তিনি ইসরায়েলকেও শান্তি চুক্তির জন্য চাপ দিয়েছেন। দুই বছর পরে গাজা যুদ্ধ অবসানের এমন আশা থাকলেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা এখনও বাকি রয়েছে। যেমন– গাজা কে পরিচালনা করবে এবং হামাসের ভবিষ্যৎ কী হবে সে পরিকল্পনা এখনো করা হয়নি। এদিকে, ফক্স নিউজের শন হ্যানিটিকে ট্রাম্প বলেছেন, এখন মানুষের যত্ন নেওয়া হবে। এটা একটা ভিন্ন পৃথিবী হতে চলেছে। আমি মনে করি, সত্যিই মধ্যপ্রাচ্য একত্রিত বা সংঘবদ্ধ হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি গাজা অনেক নিরাপদ জায়গা হতে চলেছে এবং এটা এমন একটা জায়গা হতে চলেছে যেখানে পুনর্গঠন হবে। একইসাথে এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলোও এই পুনর্গঠনে সাহায্য করবে। কারণ তাদের কাছে প্রচুর সম্পদ রয়েছে এবং এটা যে ঘটছে তারা তা দেখতে চায়। ট্রাম্প বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আসবে, আমি খুবই আত্মবিশ্বাসী। এছাড়া শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের পরে গাজা পুনর্নির্মাণ করার কথা জানিয়েছেন ট্রাম্প। ফক্স নিউজে শন হ্যানিটির সাথে ফোনে কথা বলার সময় ট্রাম্প জানিয়েছেন, শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের পরে যা আসে তা হলো, আপনি দেখতে পাবেন মানুষ একসাথে থাকবে এবং গাজা পুনর্নির্মাণ করা হবে। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ এক বিবৃতিতে এই শান্তি চুক্তি সম্পর্কে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পুরো জাতি জিম্মিদের প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছে এবং আনন্দিত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স এ কাৎজ জিম্মিদের মুক্তিকে একটি 'আশীর্বাদ' বলে উল্লেখ করেছেন। একইসাথে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীর সেনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন, তারা তাদের সাহস, দৃঢ়তা এবং অসীম ত্যাগের মাধ্যমে এই মহান মুহূর্তে আমাদের নিয়ে এসেছেন। কাৎজ পোস্টের শেষে বলেছেন, পুরো জাতি অপেক্ষা করছে এবং উত্তেজিত। এদিকে, ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী এক বিবৃতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরকে স্বাগত জানিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, জিম্মিদের ফিরে আসার জন্য এই চুক্তি স্বাক্ষরকে স্বাগত। যেই চুক্তি রাতভর স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক মিডিয়া পোস্টে আইডিএফ জানিয়েছে, সারা রাতভর অনুষ্ঠিত একটি পরিস্থিতিগত মূল্যায়নের সময়, চিফ অব দ্য জেনারেল স্টাফ, সম্মুখ সারি এবং পিছনে থাকা উভয় বাহিনীকেই শক্তিশালী প্রতিরক্ষা প্রস্তুত এবং যে কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। দায়িত্বশীলভাবে সেনাদের নিরাপত্তার ওপর গুরুত্বারোপ করে, রাজনৈতিক নির্দেশ এবং চুক্তির ধাপ অনুযায়ী বাহিনী মোতায়েন করা হবে। একইসাথে, চিফ অব দ্য জেনারেল স্টাফ জিম্মিদের ফিরিয়ে আনার জন্য অভিযান পরিচালনার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যেটি কিনা সংবেদনশীলতা এবং পেশাদারিত্বের সাথে পরিচালিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই পোস্টে আরো বলা হয়েছে, আইডিএফ যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জন এবং সকল ফ্রন্টে ইসরায়েল রাষ্ট্রের নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য কাজ চালিয়ে যাবে। বেশ কিছু ভিডিওতে গাজাবাসীকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি খবরে উদযাপন করতে দেখা গেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফিলিস্তিনে যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মি মুক্তির চুক্তির সংবাদ উদযাপনের বিভিন্ন ভিডিও প্রচারিত হচ্ছে। ফিলিস্তিনি সাংবাদিক সাঈদ মোহাম্মদ ইনস্টাগ্রামে রাতের একটি ভিডিও ফুটেজ পোস্ট করেছেন। এতে দেখা গেছে, প্রধান শহর দেইর আল বালাহতে আল-আকসা হাসপাতালের বাইরে পুরুষ ও মহিলাদের ব্যাপক সমাগম দেখা গেছে। সঙ্গীতের তালে তালে নেচে নেচে শিস এবং হাততালি দিতে দেখা যাচ্ছে তাদের। একইসাথে 'আল্লাহু আকবর' রব তুলতেও দেখা গেছে। আরেকজন সাংবাদিক মোহাম্মদ আল-হাদ্দাদ-এর আরেকটি ভিডিওতে দেখা গেছে, গাজার অন্য আরেকটি স্থানের রাস্তায় তরুণদের একটি ছোট দলকে নাচতে দেখা যাচ্ছে। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল অ্যান্তেনিও গুতেরেস সব পক্ষকে এই চুক্তির সব শর্ত মেনে চলতে আহ্বান জানিয়েছেন। গুতেরেস বলেন, এই দুর্ভোগের অবসান হওয়া উচিত। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ের স্টারমার এই শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে দুই পক্ষের একমত হওয়ার খবরে এক বিবৃতিতে, এটি একটি গভীর স্বস্তিকর মুহূর্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এতে আরও বলেছেন, গাজার জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনার প্রথম ধাপে একটি চুক্তিতে পেঁছানোর সংবাদকে আমি স্বাগত জানাই। সারা বিশ্বের জন্য এটি গভীর স্বস্তির মুহূর্ত। বিশেষ করে জিম্মি, তাদের পরিবার এবং গাজার বেসামরিক জনগণের জন্য। যারা গত দুই বছর ধরে অকল্পনীয় দুর্ভোগ সহ্য করছেন, বলেন স্টারমার। এদিকে, অস্ট্রেলিয়া প্রথম পর্যায়ের এই গাজা শান্তি পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়ে, সকল পক্ষকে চুক্তির শর্ত মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ এক বিবৃতিতে বলেছেন, দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে সংঘাত, জিম্মি এবং বেসামরিক মানুষের প্রাণহানির পর, চুক্তিটি শান্তির দিকে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। আমরা সকল পক্ষকে পরিকল্পনার শর্ত মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ অবশেষে বুঝেছে যস্মিন দেশে যদাচার

কাঞ্চন বসু
সাংবাদিক

রাস্তার নাম পাল্টায় একদিন। ধারা পাল্টায় মাও সে তুং-এর চিন। প্রেম পাল্টায়, শরীরও পাল্টে যায়। ডাকছে জীবন, 'আয় পাল্টাবি আয়'। পাল্টায় মন, পাল্টায় বিশ্বাস। স্লোগান পাল্টে হয়ে যায় ফিসফাস.... – কবীর সুমন।

২০২৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আর এস এস)-এর শতবর্ষ পূর্তি হলো। কিন্তু একশো বছর আগের আরএসএস, আর এই মুহূর্তের আরএসএস এক নয়, বরং অনেক পরিবর্তিত। গানের কলি ধার করে বলতে হচ্ছে স্লোগান পাল্টে হয়ে গেছে ফিসফাস। পরিবর্তনই জীবন ও সমাজের ধর্ম। সংস্কৃত শ্লোকেই বলা আছে সর্ব পরিবর্তনশীল...... সর্বঙ অনিত্যং দুঃখমাপরিমাণম। তস্মাদাত্মনা নিত্যং অধ্যায়নং কুরু অর্থাৎ 'সব কিছুই পরিবর্তনশীল.... সমস্ত জগৎ অনিত্য, দুঃখ অনন্ত। সুতরাং নিজেকে নিয়মিত অধ্যয়ন এবং সচেতনতার মাধ্যমে উন্নত করো।' আরএসএসও সম্ভবত পরিবর্তনের নিয়মেই পাল্টে গেছে। এবার বিজয়া দশমীতে যে বক্তৃতা দিয়েছেন সরসংঘচালক মোহন ভাগবত সেখানে বোঝাই গেছে, তাদের সামনে এখন কোনও স্থায়ী শত্রু নেই, সব বিষয়েই তারা অধুনা নমনীয়, এমনকী বলিউড তারকাদের সঙ্গে আলিঙ্গনের প্রশ্নেও এখন তারা উদার। আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠাতা কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার (ডাক্তারবাবু নামে যিনি সংগঠনে পরিচিত ছিলেন) এবং দ্বিতীয় সরসংঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকারের যুগে এই আরএসএস ছিল কঠোর হিন্দুত্ববাদী, যা হিন্দু সমাজের 'শুদ্ধিকরণ' এবং মুসলিম ও খ্রিস্টানদের প্রতি সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। গোলওয়ালকার-এর 'উই অর আওয়ার নেশনহুড' গ্রন্থে নাৎসি জার্মানির মতো মডেলের প্রশংসা এবং অহিন্দুদের 'অন্তর্ভুক্তি' না করে বহিষ্কারের কথা বলা হয়েছিল। সেটাই ছিল সংগঠনের 'কোর' আদর্শ। শতবর্ষ অতিক্রান্ত শেষে, বিশেষ করে মোহন ভাগবতের নেতৃত্বে আরএসএস সামাজিক সমন্বয়, ধর্মান্তকরণের বিরোধিতা করলেও একই সঙ্গে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং বৈচিত্র্যের কথা বলছে, সংগঠনের মূল আদর্শের সঙ্গে নিসৃন্দেহে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সংগঠনের শতবর্ষ উপলক্ষে অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, বিক্রান্ত ম্যাসি, মণীশা কৈরালা, তমান্না ভাটিয়া প্রকাশ্যে আরএসএস-কে 'দেশপ্রেমী এবং নিঃস্বার্থ সেবামূলক সংগঠন' হিসেবে চিত্রিত করে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অথচ এই বলিউডকে আরএসএস বলত পশ্চিমি প্রভাবিত। বলিউডের তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' চরিত্রকে দেখা হতো সন্দেহের চোখে। সরকারের তরফে থেকে বিশেষ মুদ্রা ও ডাকটিকিট জারি প্রকাশ করেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সব মিলে এটা স্পষ্ট যে, দেশের সর্ববৃহৎ এই গণসংগঠন মিডিয়া, সেলিব্রিটি এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করছে।

আরএসএস-এর চরিত্রগত পরিবর্তনের দূরাগত পদধ্বনি শোনা গেছিল এগারো বছর আগেই। যখন প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হয়েই বিজয়া দশমীর দিনটিতে নরেন্দ্র মোদি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং মঞ্চালোক ভাগ করে নিয়েছিলেন সরসংঘচালক মোহন ভাগবতের সঙ্গে। বিষয়টি মোটেই তুচ্ছ ছিল না। কারণ তার আগে অবধি বিজেপি-আরএসএস পরস্পর দূরত্ব রেখে চলাতেই বিশ্বাসী ছিল। প্রকাশ্য রাজনৈতিক মঞ্চের পরিবর্তে প্রচ্ছন্ন সমাজসংস্কারকের ভূমিকাতেই নিজেদের আবদ্ধ রেখেছিল তারা। কিন্তু সংগঠনের শতবর্ষের যাত্রাপথ শেষে, অন্যদিকে এগারো বছর পর, শতবর্ষ পূর্তির ক্ষণে প্রধানমন্ত্রী ও সংঘের একযোগের পঞ্চপ্রতিজ্ঞা ঘোষণা এবং প্রথমবার ভারতের ভারতমাতা (যেটি আরএসএসের স্মারকচিহ্ন) খোদিত নতুন মুদ্রার প্রকাশ বোঝাল, সংঘ কেবল অখণ্ড হিন্দু ভারতের আলোকবর্তিকাই নয়, ক্ষমতারও তন্নিষ্ঠ অঙ্গ।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে আরএসএস-এর এক প্রচারক কলকাতায় আমাকে বলেছিলেন, সাংবাদিকদের সমস্যা হচ্ছে তাঁরা আমাদের কথাকে সিরিয়াসলি নেয় না। আপনারা শুধু বিজেপির চশমা দিয়ে আমাদের দেখেন, কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম বোঝার মতো ধৈর্য আপনাদের নেই। কেবল ভোটের সময় আমাদের খোঁজেন। তাই খুব কম লোকই বোঝে, আরএসএস আজ যেখানে পৌঁছেছে, সেখানে কীভাবে পৌঁছল। এবার বিজয়া দশমীতে

মোহন ভাগবতের বক্তৃতা শোনার পর বোঝা গেল, আজও খুব কম মানুষ বোঝেন, কীভাবে আরএসএস আজকের এই জায়গায় এসে দাঁড়াল। এই উদযাপন এসেছে প্রত্যাশিত জায়গা থেকেই। মহানবমীর দিন প্রধানমন্ত্রী আরএসএস-এর অবদানকে স্মরণ করে বিশেষভাবে নকশা করা স্মারক ডাকটিকিট ও মুদ্রা প্রকাশ করে এই সংগঠনকে 'চিরন্তন জাতীয় চেতনার প্রতিমূর্তি' বলে ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, যিনি নিজে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ-এর সদস্য নন, তিনি বলেন, কেশব বালিরাম হেডগেওয়ার যে 'জাতীয় জাগরণের প্রদীপ' একশ বছর আগে জ্বালিয়েছিলেন, তা আজ 'শাশ্বত আলো' হিসেবে জ্বলছে। অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত ফেসবুকে পোস্টে লেখেন, 'প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে সংঘ দেশ ও দেশ গঠনের প্রতি অটল থেকেছে। স্বয়ংসেবকরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন, প্রতিটি বিপর্যয়ে দেশের পাশে দাঁড়িয়েছেন.... এটাই প্রমাণ করে, সংগঠন কতটা সামাজিক বৈধতা অর্জন করেছে।' যে সংগঠনের নাম উচ্চারণ করতেও কয়েক বছর আগেও বলিউড তারকারা ইতস্তত করতেন, আজ তাঁরা প্রকাশ্যে প্রশস্তি গাইছেন। কেরালার প্রাক্তন পুলিশ কর্তা তথা ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (ডিজিপি) জ্যাকব থমাস, যিনি একজন খ্রিস্টান, আরএসএস-এর শতবর্ষ উপলক্ষে এই সংগঠনে 'পূর্ণ সময়ের প্রচারক' হিসেবে যোগ দিয়েছেন। অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি কে টি থমাস কোট্টায়মে এক অনুষ্ঠানে বলেন, আরএসএস আসলে গণতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়ায়, আর সংঘ না থাকলে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থার সময়ে আরও আগ্রাসী ভূমিকায় এগিয়ে দেতে পারতেন।

এমনকী একদা বামপন্থী ঝোঁক থাকা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) ক্যাম্পাসেও যেখানে কয়েক বছর আগেও সংঘ ঘনিষ্ঠরা নিজেদের সম্পর্ক স্বীকার করতে সংকোচ বোধ করতেন, আজ সেখানে প্রকাশ্যে বিজয় মিছিল করেছে আরএসএস।

সমাজের প্রায় সব ক্ষেত্র থেকেই আসা এই সর্বব্যাপী উদ্যাপন আসলে অনেক কিছু বলে দেয়। এ থেকে বোঝা যায়, আরএসএসের কোনও স্থায়ী শত্রু নেই। আরএসএস কর্মীদের মধ্যে একটি প্রচলিত উক্তি আছে। সেটি হলো, অপরিচিত থেকে পরিচিত, পরিচিত থেকে বন্ধু, বন্ধুত্ব থেকে স্বয়ংসেবক, স্বয়ংসেবক থেকে কর্মী, কর্মী থেকে দায়িত্ববান। আগে যে কথা বলেননি, সে কথা এখন বলছেন আরএসএস-এর প্রচারকেরা। তাঁরা বলছেন, আমাদের কাছে দুই প্রকার মানুষ আছে প্রথম, যারা ইতিমধ্যেই সংঘের সঙ্গে যুক্ত, দ্বিতীয়, যারা ভবিষ্যতে যুক্ত হবে। তাই আমাদের কাছে কোনও শত্রু নেই। সমালোচকরা একে পুরোপুরি প্রাধান্য বিস্তারের একটি প্রচেষ্টা বলে মনে করতেই পারেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে তিনবার নিষিদ্ধ হওয়া – যথাক্রমে এক) গান্ধীর হত্যার পর (১৯৪৮-৪৯), দুই) জরুরি অবস্থার সময় (১৯৭৫-৭৭), এবং তিন) বাবরি মসজিদের ধবংসের পর (১৯৯২-৯৩) এর পরেও যে সংগঠনটি শুধু টিকেই ছিল না, বরং ক্রমশ আরও প্রভাব করেছে তার কার্যকারণটি বুঝতে হবে, হিন্দু ভারতের অস্মিতার রাজনীতিতে ভর দিয়ে একশো বছরে এসে আরএসএস এখন আকারে প্রকারে বিশাল, প্রচারে বিপুল, সামাজিক-রাজনৈতিক গুরুত্বে অপরিসীম। এই যে 'স্থায়ী শত্রু নেই' এই নীতি আরএসএস-এর ব্যতিক্রমধর্মী নৈতিক ও রাজনৈতিক নমনীয়তারও ব্যাখ্যা দেয়, যা শুরু থেকেই তাদের মধ্যে বিদ্যমান। কিছু উদাহরণ সামনে রাখা যাক। মাধব সদাশিব গোলওয়ালকার একবার একটি সংস্কৃত উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন, নৃপনীতি ভারাঙ্গণঈভা অনেকরূপা। যার অর্থ, 'রাজনীতি হলো এমন একটি নারী, যার চরিত্র অনিশ্চিত এবং বিভিন্ন রূপ ধারণ করে প্রলুব্ধ করে।' গোলওয়ালকর 'গুরুজি' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর মানসিক জগতে রাজনীতি ছিল 'স্থায়ী শত্রু'। তবুও গান্ধী হত্যার পর আরএসএস-এর উপর নিষেধাজ্ঞা আসার পর তিনি সংঘের অভ্যন্তরীণ চাপে সাড়া দিয়ে 'জনসংঘ' (যা বিজেপির প্রথম অবতার) গঠন করেন।

রাজনীতিকে গুরুজি যতই 'চিরশত্রু' বলে অভিহিত করে থাকুন, সত্য এই যে, আরএসএস বিজেপির ধারাবাহিক রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বিপুল সুবিধা অর্জন করেছে। এখানে একটা প্রশ্নে খটকা লাগে। যে সংগঠন নিজের ইতিহাসকে নিজেই মুছে ফেলতে তৎপর ও বদ্ধপরিকর, তার পক্ষে কি সত্যিই 'আত্মশক্তি' ও 'আত্মমর্যাদা' অটলভাবে ধরে রাখা সম্ভব। বলছি কারণ এই যে শতবর্ষে এসে আরএসএস ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরে আত্মমর্যাদা প্রসারের বার্তা দিচ্ছে, সেটা কিন্তু তাদের মূলগত যে দুই আদর্শ, 'চতুর্বর্ণাশ্রম মান্যতা' এবং 'ব্রাহ্মণ্যবাদের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস' – তার পরিপন্থী। গোলওয়ালকর অকপটে বলেছিলেন, ভারতের হিন্দুরা কোনওদিন ত্রিবর্ণ পতাকা মানবেন না, সেই জায়গা থেকেও আজকের সংগঠন অনেক উদারবাদী। এমনকী সাভারকর কথিত হিন্দু-মুসলমান দ্বিজাতিতত্ত্বের সঙ্গে তাল রেখে 'এক ও অখণ্ড ভারত-এ যে অহিন্দুদের স্থান নেই', শতবর্ষে দাঁড়িয়ে সে কথাটিও আরএসএস আর স্পষ্ট করে বলছে না। কেউ বলতেই পারেন যে, শতাব্দীর দীর্ঘ যাত্রায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘও বুঝেছে 'যস্মিন দেশে যদাচার' কথার মর্মার্থ।

গোলওয়ালকারের জন্য, খ্রিস্টান ও মুসলিমরা কমিউনিস্টদের সঙ্গে হিন্দুদেরও অন্তর্বর্তী শত্রু ছিলেন। ২০১৮ সালে বর্তমান আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত প্রকাশ্যে গোলওয়ালকারের মতাদর্শ থেকে সংঘ কে দূরে রাখেন, যুক্তি দেন যে প্রতিটি বিবৃতির সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট থাকে। গোলওয়ালকারের বক্তৃতার সংকলনগ্রন্থ 'দ্য বাঞ্চ অব থটস' এর নতুন সংস্করণে 'মুসলিম শত্রু' এই মন্তব্যটি আর নেই। এরপর এসেছে উপজাতি সম্প্রদায়ের পরিচয় সংক্রান্ত বিষয়। বহু দশক ধরে, আরএসএস জোর দিয়ে বলেছে যে উপজাতিরা হিন্দুদের থেকে আলাদা নয়। কিন্তু ২০২৪ সালে ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের সময়, যখন আলাদা উপজাতি ধর্ম বা 'সারনা ধর্ম'-কে স্বীকৃতির দাবিটি মূল নির্বাচনি ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়, তখন আরএসএস-বিজেপি নরম হয়ে যায় এবং বলে যে ক্ষমতায় এলে বিজেপি দশবর্ষীয় জনসংখ্যা গণনায় উপজাতিদের জন্য আলাদা 'সারনা কোড' নিয়ে ভাববে।

জাতগণনার উদাহরণও এখানে উল্লেখ্য। আরএসএস একদা বলেছিল, এটি জাতিহীন সমাজের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বাস্তবে অধিকাংশ সমালোচক মনে করতেন যে জাতগণনা করা আরএসএস-এর নৈতিক ভিত্তির বিরুদ্ধ। তবুও ২০২৪ সালে যখন বিরোধীরা বিশেষ করে রাহুল গান্ধী জাতগণনার দাবিতে মুখর হলেন, আরএসএস তাকে প্রচ্ছন্নে সমর্থন দিল। সেইসঙ্গে যুক্তি দিল, 'জাতগণনা ভোটের জন্য নয়, বঞ্চিত সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য করা উচিত।' সমালোচকদের একাংশ এখনও আরএসএসকে তার তাত্ত্বিক কঠোরতার সঙ্গে যুক্ত করলেও প্রকৃতপক্ষে সংগঠনের নৈতিক গতিশীলতা ও নমনীয়তা তাকে আজকের দুর্দমনীয় অগ্রগতি অর্জনের সুযোগ এনে দিয়েছে। তবে এই নমনীয়তা আরএসএসকে কতটা অজাতশত্রু করে তুলছে, নাকি এই কৌশল শুধুই নিজেদের ব্রাহ্মণ্যবাদী ও বিভাজনের চিন্তাধারাকে নিরাপদ মোড়কে লুকিয়ে রাখার পন্থা, সময় তার উত্তর দেবে।

আওয়ামী লীগের ভোটাররা নির্বাচনে কীভাবে থাকবে, এই প্রশ্ন উঠছে কেন

বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত অংশ নিতে না পারলে দলটির সমর্থকগোষ্ঠী বা ভোটাররা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে কি-না কিংবা পেলে কীভাবে পাবে– তা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে কৌতূহল বাড়ছে। বিশ্লেষকরা অবশ্য বলছেন, কোনো একটি মতাদর্শের সবাইকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার বাইরে রাখলে সেই নির্বাচন 'অন্তর্ভুক্তিমূলক' হবে না এবং এ ধরনের নির্বাচন ভবিষ্যতের জন্য দেশে নতুন সমস্যার সূচনা করবে।

আন্দোলনের মুখে গত বছর অগাস্টে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাহী আদেশে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম স্থগিত করে রেখেছে। পাশাপাশি দলটির নিবন্ধন ও দলীয় প্রতীক নৌকা স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন। একই সাথে রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে 'মানবতাবিরোধী অপরাধের' অভিযোগের আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

তিনি জানিয়েছেন, তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সরকার ও নির্বাচন কমিশনের দিক থেকে এ ধরনের উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত দল হিসেবে নির্বাচনের অযোগ্য থেকে গেলে দলটির সমর্থক বা ভোটাররা কীভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে সেই প্রশ্ন এসেছে নির্বাচন কমিশনের এক মত বিনিময় সভাতেও। সোমবার ওই সভাতে কমিশন এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু না বললেও গত জুলাইতে বিবিসি বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দীন অবশ্য এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে, তিনি আশা করেন দলটির সমর্থকগোষ্ঠী ভোটে অংশ নেবে। অন্যদিকে বিবিসিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, দল হিসেবে তারা অন্যায় করলে তার বিচার হবে ও দেশের আইন সিদ্ধান্ত নেবে। অন্যদিকে বিএনপির নেতারা এ বিষয়ে জনগণই সিদ্ধান্ত নিবে– এমন মন্তব্য করে এসেছেন বিভিন্ন সময়ে।

আন্দোলনের মুখে ২০২৫ সালের অগাস্টে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগ পর্যন্ত দেশের নির্বাচনি বিতর্কে কিংবা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দেশের ভোটের রাজনীতিকে 'আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগ বিরোধী ভোট' হিসেবে বর্ণনা করতেন অনেকে। এর কারণ হলো সংসদের আসন সংখ্যা যাই হোক মোটামুটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনগুলোতে দলটির ভোটের হার ছিলো কমপক্ষে ৩০ শতাংশ থেকে ৪৮ শতাংশ পর্যন্ত। নির্বাচনের ফলের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৮৮টি আসন পেয়েছিলো এবং তাদের ভোট ছিলো প্রদত্ত ভোটের ৩০ দশমিক ১ শতাংশ। ১৯৯৬ সালে ৩৭ দশমিক ৪ শতাংশ ভোট পেয়ে তারা ১৪৬টি আসন পেয়েছিলো। ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ফলাফল বিপর্যয় হয়েছিলো। কিন্তু সেই নির্বাচনেও দলটি ৬২টি আসন পেলেও তাদের ভোট ছিলো ৪০ দশমিক ২ শতাংশ। ২০০৮ সালের নির্বাচনে দলটি ব্যাপক সাফল্য পেয়েছিলো। সেবারের নির্বাচনে তাদের ভোট প্রাপ্তির হার ছিলো ৪৮ দশমিক ০৪ শতাংশ। কিন্তু এবার যখন দলটির রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ হলো এবং নির্বাচন কমিশন দলটির নিবন্ধন ও প্রতীক স্থগিত করায় আগামী নির্বাচনে দলটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না বলেই মনে করছেন অনেকে। সে কারণেই কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন, তাহলে দলটির যে সমর্থকগোষ্ঠীর ধারণা অতীতের নির্বাচনের ফলগুলোতেও পাওয়া গেছে তারা কীভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়ার সুযোগ পাবে? সোমবার নির্বাচন কমিশনে গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে এক মত বিনিময় সভায় অংশ নিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ কমিশনের উদ্দেশ্যে বলেছেন, ... আওয়ামী লীগের ভোটারদের তো আপনি বাদ দিতে পারবেন না। তারা তো দেশের নাগরিক। তারা যদিও অনুশোচনা করেনি, এখনো পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত করেনি, অনুতপ্ত হয়নি। কিন্তু এরপরও তাদের বাদ দিয়ে তো নির্বাচনটা হতে পারে না। ওই সভাতেই কেউ কেউ বলেছেন, সবাই ভোটে অংশ নিতে পারলে সংঘাতের আশঙ্কা কমবে এবং উৎসবমুখর নির্বাচন করতে হলে সেটি সবাইকে নিয়েই করতে হবে। কমিশন থেকে এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো বক্তব্য আসেনি। তবে আওয়ামী লীগ অংশ নিতে না পারলে নির্বাচন অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠবে কি-না এমন প্রশ্নের জবাবে, সিইসি তার সাক্ষাৎকারে বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, সে প্রশ্ন তো উঠতেই পারে, স্বাভাবিক। আমাদের চিন্তা হলো, যারা ভোটার আছে, পার্টিসিপেন্টস অব ভোটার, নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক করতে চাই। এখন ইনক্লুসিভের ডেফিনিশন তো একেকজনের কাছে একেক রকম। তবে তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে আশা প্রকাশ করেছেন যে, তাদের সমর্থকগোষ্ঠী ভোটে আসবে। তারা যে একেবারেই আসবে না, এটা আমরা মনে করি না। লার্জ নম্বর অব দেম পার্টিসিপেট ইন দ্য ইলেকশন, নট অ্যাজ আ ক্যান্ডিডেট, বাট অ্যাজ আ ভোটার। এখন শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগের আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরুর পর নির্বাচনে দলটির অংশ নেয়ার সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা আরও কমেছে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড কীভাবে হবে?

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ বলছেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন বা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এর কথা বললে একটা মতাদর্শের লোকজনকে বাইরে রেখে তো সেটা হবে না। তার মতে, শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগকে বাইরে রাখলে তিনটি বিষয়ের দিকে নজর থাকবে সবার। এগুলো হলো, যাদের বাইরে রাখা হবে তারা সক্ষমতা থাকলে নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে, যারা সবসময় নৌকায় ভোট দিয়ে আসছেন তারা কৌশলে বিভিন্ন প্রার্থীর পক্ষে ভাগ হয়ে কাজ করতে পারে, যা ফল নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে কিংবা সংঘবদ্ধভাবে তারা হয়তো ভোটকেন্দ্রে যাবেন না ভোটের হার কম দেখানোর জন্য। তখন আওয়ামী লীগের হাতে অস্ত্র আসবে এটা বলার যে তাদের নির্বাচন প্রক্রিয়ার বাইরে রাখায় মানুষ তাতে অংশ নেয়নি, বলছিলেন মি. আহমেদ।

পাঠকের চিঠি

রান্নাঘরে শিলনোড়া অবলুপ্তির দিকে

আজ সময় বদলেছে। বদলেছে জীবনযাত্রার ধরনও। যেন মাউসের ক্লিকের মতন ছুটছে হচ্ছে সকলকে। কর্মব্যস্তময় জীবনে আজ কারও হাতে তেমন সময় নেই। অন্যদিকে বিজ্ঞানের দৌলতে আমাদের জীবন হয়েছে সুখকর। জীবনে আমরা বিজ্ঞানের নানান অবদানকে বেছে নিয়েছি। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে শিল পাটায় মশলা বাটার হাত থেকে রেহাই পেতে আমরা ইলেকট্রনিক মিক্সার গ্রাইন্ডারের ব্যবহার শিখেছি। একটি সময় ছিল যখন পাড়ায় হাঁক দিতে দিতে যেতেন শিল নোড়া ধার করাবেন বলে। তারপর শিল পাটাতে মাছ – ফুলের নানান ছবি এঁকে সুন্দর করে ধার করতেন তারা। চোখে চশমা এঁটে হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে সুন্দর ভাবে শিল নোড়া ধার করতেন।তাদের হাতের দক্ষতায় যেন চোখ জুড়িয়ে যেতো। আজ সময়ের সাথে সাথে তাহাদেরও আনাগোনা কমে গেছে। বেশির ভাগ বাড়িতে জায়গা দখল করেছে ইলেকট্রনিক মিক্সার গ্রাইন্ডার। হারিয়ে যাচ্ছেন অনেকেই এই পেশার সাথে যুক্ত মানুষেরা। আজ অনেকের বাড়িতে রান্নাঘরে শিলনোড়া অবলুপ্তির দিকে। বাড়ির ঠাকুমা- দিদাদের মুখে আজও শোনা যায় শিল নোড়াতে মশলা বেঁটে রান্না করা খাবারের সেই স্বাদের কথা। জীবন যাত্রার বদল ঘটাতে আমরা আর কতো কিছুই না হারিয়ে ফেলবো ইদানীং সময়ে।

শংকর সাহা, পতিরাম, দ.দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এ. ২৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং শিবাশাই পব্লিকেশন প্রা. লি., রাতু কাঠিটান্ড, টিংডর বাগানের পাশে, রাতু, রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Shivashai Publication Private Ltd, Ratu Kathitand, Tender Bagicha, Ratu, Ranchi, Published at A. 24, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834002, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

সরকার জুবিন গর্গকে ন্যায় দেবেই, এক্ষেত্রে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কাউকে ছাড় দেয়া হবে না বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

এসআইটি তিন মাসের মধ্যে চার্জশিট দাখিল করবে, সিঙ্গাপুর থেকে ভিডিও ফুটেজ ইত্যাদি তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে দিল্লিতে স্থিত সিঙ্গাপুর হাইকমিশনারের সঙ্গে কথা বলবেন বলে মন্তব্য

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যবাসীর হৃদয়ের আপন শিল্পী জুবিন গর্গের রহস্যজনক মৃত্যুর পর তার সঙ্গে প্রকৃতার্থে কি ঘটেছিল সেটা জানতে আগ্রহী প্রতিজন ব্যক্তি। রাজ্যের মহানায়ক এই শিল্পী যাতে মৃত্যুর পর ন্যায় পান সেক্ষেত্রে প্রত্যেকেই জোরালো গলায় দাবি উত্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে সরকার জুবিন গর্গকে ন্যায় দেবেই বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এক্ষেত্রে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কাউকে ছাড় দেয়া হবে না। এসআইটি তিন মাসের মধ্যে চার্জশিট দাখিল করবে। সিঙ্গাপুর থেকে ভিডিও ফুটেজ ইত্যাদি তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে দিল্লিতে স্থিত সিঙ্গাপুর হাইকমিশনারের সঙ্গে কথা বলবেন বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

তিনসুকিয়ায় একাধিক সরকারি কার্যসূচিতে অংশ নেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন জুবিন গর্গের মৃত্যুর ঘটনা সংক্রান্তে ন্যায় দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই পরিপ্রেক্ষিতে কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। এই সংক্রান্তে একজনের পর একজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া তিনি বিশ্বাস করেন অসম পুলিশ নির্ধারিত সময়ে চার্জশিট দিতে সক্ষম হবে। আশা করা অনুযায়ী তদন্তের প্রক্রিয়া এগিয়ে যাচ্ছে। তবে সিঙ্গাপুরের প্রবাসী অসমীয়ারা রাজ্যে না আসার জন্য কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে। তবে তাদেরকে কিভাবে রাজ্যে আনা যায় সেটার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন জুবিন গর্গের অস্বাভাবিক মৃত্যুর এই সম্পূর্ণ ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকার অত্যন্ত সিরিয়াস। এক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে ন্যায় করবে সরকার। অভিযুক্তদের আদালতের সম্মুখে হাজির করানো হবে। সাধারণত যেকোনো মামলার ক্ষেত্রে আদালতের তরফে তিন মাস সময় দেওয়া হয়। তবে সরকার তিন মাসের বেশি সময় চাইবে না। পুলিশের তদন্তের পর যাতে ঘটনার বিচার আদালতে তাড়াতাড়ি হতে পারে এর জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই চার্জশিট দাখিলের প্রচেষ্টা করা হবে। সরকার নিশ্চিত যে জুবিন গর্গকে ন্যায় প্রদানের ক্ষেত্রে সক্ষম হবে।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন তদন্তের স্বার্থে অসম পুলিশ সিঙ্গাপুর যেতে পারবেনা। কোনো দেশের পুলিশ অন্য দেশে গিয়ে তদন্ত করতে পারে না। যে দেশে ঘটনা হয়েছে সেই দেশের পুলিশ তদন্তে সহযোগিতা করে। এটাই নিয়ম। যেভাবে সিঙ্গাপুরের পুলিশ ভারতে এসে তদন্ত করতে পারবে না ঠিক একই ভাবে ভারতের পুলিশ আমেরিকায় গিয়ে তদন্ত করতে পারবে না। আমেরিকার পুলিশে ভারতে আসতে পারবে না। কোনো দেশের পুলিশকে তদন্তের স্বার্থে অন্য দেশে যাওয়ার জন্য কোনো সরকার ভিসা দেয় না। এছাড়া সিঙ্গাপুর এমন দেশ নয় যেখানে ভিসা না দিলে জোর করে যাওয়া যাবে। তবে এই মামলায় সিঙ্গাপুর পুলিশ সাহায্য করবে বলে তিনি নিশ্চিত।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন সরকারের বিশেষ কিছু নথিপত্রের প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র হোটেলের ভিডিও ফুটেজ, ইয়টের ভিডিও ফুটেজ চাই। এছাড়া সিঙ্গাপুরে যে দুইজন ব্যক্তি সেই ক্রুজটি চালিয়েছিলেন তাদের সাক্ষী কিংবা স্টেটমেন্টের প্রয়োজন। তিনি এই মাসেই দিল্লিতে স্থিত সিঙ্গাপুরের এম্বাসেডরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। অসম এবং সিঙ্গাপুরের যে সম্পর্ক রয়েছে সেটা থেকে তিনি নিশ্চিত যে এই মামলায় সিঙ্গাপুর পুলিশ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে তারা ফরেন্সিক রিপোর্ট রাজ্য সরকার হাতে তুলে দিয়েছে। বিশেষ করে চার্জশিট দেওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে না কারণ সিঙ্গাপুর পুলিশ থেকে সব ধরনের সহায় সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

তিনি বলেন প্রত্যেককে ধৈর্য ধরে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সময়ের প্রয়োজন। ধৈর্যের বাঁধ ছিড়ে গেলে তখন কেউ বিচার পান না। কিন্তু কোনো ধরনের ভুল না করে সুন্দরভাবে স্টেপ বাই স্টেপ এগিয়ে গেলে বিচার পাওয়ার সম্ভব। আবেগ এবং ন্যায়কে একত্রিত করলে অভিযুক্তরা আদালত থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। রাজ্যবাসী আবেগিক মানুষ। তবে আবেগ আবেগের জায়গায় থাকবে। কিন্তু পুলিশকে মেথডোলজিকেলি কাজ করতে হবে। অন্যথায় আদালতে এই মামলা হেরে গেলে মানুষ পুলিশকে দোষারোপ করবেন। প্রত্যেকে বলবেন জবরদস্তি হুলুস্থুল দৌড়াদৌড়ি করার জন্য মামলা হারতে হয়েছে। তখন আইনজীবীরা সাধারণ মানুষকে বলবেন পুলিশ দৌড়াদৌড়ি করার জন্য এই মামলাটি হারতে হয়েছে। এর জন্য যেভাবে নথিপত্রে রয়েছে সেই ভাবে তদন্ত চলবে। তিন মাসের মধ্যে পুলিশ চার্জশিট দাখিল করতে সক্ষম হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

জুবিনের মৃত্যুর সময় সিঙ্গাপুরে থাকা প্রবাসী অসমীয়াদের রাজ্যে আসার জন্য ফের শোকজ করা হবে বলে মন্তব্য এসআইটির প্রধান স্পেশাল ডিজিপি মুন্না প্রসাদ গুপ্তার

নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যালের পিআরও অনুজ কুমার বরুয়াকে তদন্তকারী সংস্থার জেরা, এসআইটির কাছে হাজির হয়ে ভাষ্য প্রদানে শিল্পী মানস রবিনের, ফের সিআইডি কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীনে সিঙ্গাপুর থেকে আসো রূপকমল কলিতারে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসমের সম্পদ জুবিন গর্গের রহস্যজনক মৃত্যুর সত্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে ব্যাপক তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে এসআইটি। ইতিমধ্যে জুবিনের সঙ্গে জড়িত বহু ব্যক্তিকে ডেকে পাঠিয়ে জেরা করেছে তদন্তকারী এই সংস্থা। তবে সিঙ্গাপুরের জুবিনের মৃত্যুর সময় তার কাছে থাকা আটজন প্রবাসী অসমীয়ার মধ্যে শুধুমাত্র একজন সিআইডি কার্যালয়ে হাজির হলেও বাকিরা এখনো আসেননি। ফলে এই অসমীয়া প্রবাসীদের রাজ্যে এনে সিআইডির কার্যালয়ে এসআইটির সম্মুখীন হওয়ার জন্য তাদের ফের একবার শোকজ করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন মন্তব্য এসআইটির প্রধান স্পেশাল ডিজিপি মুন্না প্রসাদ গুপ্তা। এছাড়া নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যালের পিআরও অনুজ কুমার বরুয়াকে তদন্তকারী সংস্থা জেরা করেছে। এসআইটির কাছে হাজির হয়ে নিজের ভাষ্য প্রদান করেছেন শিল্পী মানস রবিন। গতকাল ছয় ঘন্টার জেলার সম্মুখীন হওয়ার পর ফের সিআইডি কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হয়েছেন সিঙ্গাপুর থেকে আসা রূপকমল কলিতা।

এসআইটির প্রধান স্পেশাল ডিজিপি মুন্না প্রসাদ গুপ্তা সাংবাদিকদের বলেন রাজ্যে এনে জেরা করার জন্য ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুরের প্রবাসী অসমীয়দের সামন করা হয়েছিল। এর মধ্যে একজন রূপকমল কলিতা সিআইডি কার্যালয় হাজির হয়েছেন। তাকে বর্তমান জেরা করা হচ্ছে। বাকিদের রাজ্যে আসার জন্য ফের নোটিশ জারি করা হবে। এক্ষেত্রে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে সিঙ্গাপুরের প্রবাসী অসমীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে। যেহেতু তারা বিদেশে রয়েছেন। বিদেশে পৃথক প্রক্রিয়া থাকে। ফলে সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ফলে তারা এই তদন্ত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। এসআইটি প্রধান বলেন সিঙ্গাপুরে তদন্ত করার জন্য একটি বিশেষ প্রক্রিয়া রয়েছে। ভারত এবং সিঙ্গাপুরের মধ্যে থাকা মিউচুয়াল টিটির মাধ্যমে সেটা সম্ভব হবে। তবে এক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন সেটাই ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে বলে জানান স্পেশাল ডিজিপি মুন্না প্রসাদ গুপ্তা।

সিঙ্গাপুরের জুবিনের মৃত্যুর সময় তার সঙ্গে থাকা আটজন অসময়ে প্রবাসীর মধ্যে শুধুমাত্র রূপকমল কলিতা গতকাল সিআইডি কার্যালয় হাজির হয়েছিলেন। তাকে ছয় ঘন্টা জেরা করা হয়েছিল। একইভাবে বুধবার তিনি ফের সিআইডি কার্যালয়ে হাজির হয়েছিলেন। এদিনও তাকে বহু সময় ধরে জেরা করেছে এসআইটি। একইভাবে তদন্তকারী সংস্থার ডাক পেয়ে এদিন দিল্লি থেকে রাজ্যের সিআইডি কার্যালয়ে হাজির হয়েছেন নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যালের পিআরও অনুজ কুমার বরুয়া। তাকে এদিন জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এসআইটি। জুবিনের বিরুদ্ধে আর্থিক ষড়যন্ত্র করার ক্ষেত্রে তার হাতে প্রমাণ রয়েছে বলে ঘোষণা করেছিলেন জনপ্রিয় শিল্পী মানস রবিন। এদিন সিআইডি কার্যালয় এসে এসআইটির সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। এরপর শিল্পী মানস রবিন সাংবাদিকদের বলেন তার হাতে যেটা প্রমাণ ছিল সেটা তিনি তদন্তকারী সংস্থার হাতে তুলে দিয়েছেন। এসআইটির তদন্ত প্রক্রিয়া ইতিবাচক ভাবে এগোচ্ছে। জুবিনের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ন্যায় পাওয়া যাবে বলে তিনি আশাবাদী। সরকার এই সংক্রান্ত তথ্যনাথ পদক্ষেপ নিয়েছে। এমনিতেই সরকারের সমালোচনা করা উচিত নয়। ধৈর্য ধরে এসআইটির তদন্তের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সহযোগিতা করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পী মানস রবিন। এছাড়াও শ্যামকানু মহন্তের স্ত্রী ছাড়াও অন্যান্যরা এদিন সিআইডি কার্যালয়ে এসআইটির সম্মুখীন হয়েছেন বলে জানা গেছে।

টুকরো খবর

জুবিনের মৃত্যু প্রসঙ্গে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত নর্থইস্ট ফেস্টিভালের সঙ্গে জড়িত থাকার ভুয়া অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিধায়ক অখিল গগৈর বিরুদ্ধে সিজেএম আদালতে মানহানির মামলা মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী রিনিকি ভূঁইয়া শর্মার

একইভাবে ভুয়া তথ্য উত্থাপনের অভিযোগ উত্থাপন করে অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ এবং দলটির নেতা চিত্তরঞ্জন বসুমতারির বিরুদ্ধেও মামলা করার প্রস্তুতি

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ অসম সম্পদ জুবিন গর্গের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের বিরুদ্ধে ভুয়া অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি এই ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করছেন। এবার একইভাবে ফেসবুক লাইভে ভুয়া অভিযোগ উত্থাপন করার জন্য বিধায়ক অখিল গগৈর বিরুদ্ধে সিজেএম আদালতে মানহানির মামলা করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী রিনিকি ভূঁইয়া শর্মা। একইভাবে ভুয়া তথ্য উত্থাপনের অভিযোগ উত্থাপন করে অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ এবং দলটির নেতা চিত্তরঞ্জন বসুমতারি সহ সামাজিক মাধ্যমে নানা ভুয়া অভিযোগ উত্থাপন করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও মামলা করার প্রস্তুতি নিয়েছেন তিনি। রাজ্যের কিংবদন্তি গণ শিল্পী জুবিন গর্গের রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হওয়া শ্যামকানু মহন্ত সিঙ্গাপুরে নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যাল আযোজন করেছিলেন। এবার এই নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যালে মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী রিনিকি ভূঁইয়া শর্মার সংস্থা গোল্ডেন থ্রেডস ফ্যাশন শো অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন বিধায়ক অখিল গগৈ। এমনকি জুবিনের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরেও এই ফ্যাশন শো অনুষ্ঠান অব্যাহত ছিল বলেও অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। এবার এই ভুয়া অভিযোগ উত্থাপন করার জন্য সিজেএম আদালতে মানহানি মামলা দায়ের করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী। এক্ষেত্রে রিনিকি ভূঁইয়া শর্মার বক্তব্য অনুযায়ী সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করেনি তার সংস্থা গোল্ডেন থ্রেডস। দূর দূর পর্যন্ত কোনোভাবেই নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যালের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত কিংবা তার সংস্থা গোল্ডেন থ্রেডসের কোনো সম্পর্ক নেই। নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যালের সঙ্গে তিনি কিংবা তার সংস্থা জড়িত নেই। অথচ বিধায়ক অখিল গগৈ অভিযোগ উত্থাপন করে বলেছিলেন নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যালে রিনিকি ভূঁইয়া শর্মার সংস্থা গোল্ডেন থ্রেডস ফ্যাশন শো অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল। এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী। তার বিরুদ্ধে মামলা করার পাশাপাশি পরবর্তীকালে অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ এবং একই দলের নেতা চিত্তরঞ্জন বসুমতারির বিরুদ্ধে মামলা করতে চলেছেন রিনিকি ভূঁইয়া শর্মা। এছাড়া সামাজিক মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে অবাস্তব, ভুযো, এবং আপত্তিজনক মন্তব্য করা প্রতিজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তিনি মামলা করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। ইতিমধ্যে বিধায়ক অখিল গগৈর বিরুদ্ধে দায়ের করা এই মামলা আদালত নথিভুক্ত করেছে। আগামী ৩০ অক্টোবর এই মামলার শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। এই সংক্রান্তে রিনিকি ভূঁইয়া শর্মার আইনজীবী বলেন গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সালে রাইজর দলের সভাপতি অখিল গগৈ জুবিন গর্গের হত্যার তদন্তের দাবি জানিয়ে একটি প্রতিবাদী কার্যসূচি পালন করেছিলেন। এই প্রতিবাদী কার্যসূচিতে বিধায়ক রিনিকি ভূঁইয়া শর্মার বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। যেটা সম্পূর্ণভাবে অপমানজনক এবং সম্মানহানি মন্তব্য। এর জন্য অখিল গগৈর বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল ডিফার্মাশন মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিবিম্ব লাইভের ডাইরেক্টর তৌফিক উদ্দিন আহমেদকেও এই মামলায় পার্টি করা হয়েছে। মূল বিষয় হলো রিনিকে ভূঁইয়া শর্মা কিংবা তার সংস্থা গোল্ডেন থ্রেডসের সঙ্গে নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যালের দূর দূর পর্যন্ত কোনো সম্পর্ক নেই। এছাড়া সিঙ্গাপুরে আযোজন করা নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করেননি রিনিকি কিংবা তার সংস্থা। এর জন্য তার মক্কেল এই মামলা দায়ের করেছেন। এছাড়া সামাজিক মাধ্যমে রিনিকি ভূঁইয়া শর্মার বিরুদ্ধে এই ধরনের কটু মন্তব্য করা লুরিনজ্যোতি গগৈ এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরবর্তীকালে ক্রিমিনাল ডিফার্মাশন মামলা দায়ের করার নির্দেশ রয়েছে। এদিন অখিল গগৈর বিরুদ্ধে সিআর ৫০২২০২৫ মামলা দায়ের করা হয়েছে । এই মামলার পরবর্তী শুনানের তারিখ ৩০ অক্টোবর ২০২৫ বলে জানান এই আইনজীবী।

টানা তিন ম্যাচ হারা পাকিস্তান যেভাবে সেমিফাইনালে উঠতে পারে

কলম্বো ঃ আইসিসি নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে গতকাল পাকিস্তান নারী দল হেরে গেছে অস্ট্রেলিয়ার কাছে। ২২২ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিং করতে নেমে পাকিস্তান ১১৪ রানে গুটিয়ে যায়, হেরেছে ১০৭ রানে।

এটা চলতি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের টানা তৃতীয় হার। ফলে সেমিফাইনালে ওঠার পথ এখন বেশ কঠিন হয়ে গেছে পাকিস্তানের। কঠিন হয়েছে বটে, কিন্তু সেমিফাইনালে ওঠা কি পাকিস্তানের জন্য একেবারেই অসম্ভব? অন্তত খাতাকলমে!

বিশ্বকাপের লিগ পর্বে পাকিস্তানের ম্যাচ বাকি আরও চারটি। আট দলের এ টুর্নামেন্টে পাকিস্তানকে শেষ চারে উঠতে হলে বাকি চারটি ম্যাচেই জিততে হবে। সেই সঙ্গে শর্ত হলো লিগ পর্বে চার ম্যাচের বেশি যেন তিনটির বেশি দল না জেতে। এখন পর্যন্ত ভারত, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া দুটি করে ম্যাচে জয় পেয়েছে।

পাকিস্তানের চতুর্থ লিগ ম্যাচ আগামী বুধবার (১৫ অক্টোবর) কলম্বোয় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। এরপর একই মাঠে ১৮ অক্টোবর তাদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। শেষ দুই ম্যাচে পাকিস্তান মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা (২১ অক্টোবর) ও স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার (২৪ অক্টোবর)।

আপাতত ৩ ম্যাচে শূন্য পয়েন্ট নিয়ে আট দলের মধ্যে তলানিতে পাকিস্তান। সমান ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষ অস্ট্রেলিয়া। বাকি ছয়টি দল ২টি করে ম্যাচ খেলেছে। সমান ৪ পয়েন্ট করে পেলেও রানরেটে এগিয়ে ভারতকে তিনে ঠেলে দুইয়ে ইংল্যান্ড। ২ পয়েন্ট নিয়ে চারে বাংলাদেশ। দক্ষিণ আফ্রিকাও ২ পয়েন্ট পেলেও বাংলাদেশের সঙ্গে রানরেটে পিছিয়ে পাঁচে। ১ পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে শ্রীলঙ্কা ও সাতে কোনো পয়েন্ট না পাওয়া নিউজিল্যান্ড। পাকিস্তান টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল ২ অক্টোবর কলম্বোয় বাংলাদেশ ম্যাচ দিয়ে। সে ম্যাচে ৭ উইকেটে হারে পাকিস্তান।

৫ অক্টোবর দ্বিতীয় ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত। সেই ম্যাচে পাকিস্তানের বোলাররা দারুণ পারফরম্যান্স দেখালেও ব্যাটসম্যানরা জ্বলে উঠতে পারেননি। ২৪৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে পাকিস্তান থামে ১৫৯ রানে। ফলে হারতে হয় ৮৮ রানের বড় ব্যবধানে। কালও পাকিস্তান বল হাতে দারুণ শুরু করেছিল। ১১৫ রানেই তুলে নিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ৮ উইকেট। বেথ মুনি ও অ্যালানা কিংয়ের রেকর্ডময় এক জুটিতেই প্রত্যাবর্তনের দুর্দান্ত গল্প লিখেছে অস্ট্রেলিয়া। মুনি খেলেন ১১৪ বলে ১০৯ রানের চমৎকার ইনিংস। স্পিনার কিং অপরাজিত থাকেন ৪৯ বলে ৫১ রানে।

মেসিম্যারাডোনার জার্সি পরে স্বপ্নপূরণ, আর্জেন্টিনার 'মাস্তান' খেলতে চান বিশ্বকাপে

প্যারিস ঃ পাবলো আইমার তখন আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের কোচ। প্রতিভা চেনায় পাকা জহুরি আইমার তাই ১৫ বছর বয়সী ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনোকে অনূর্ধ্ব-১৭ দলে ডাকেন। ধীরে ধীরে মাস্তানতুয়োনোর ওপর চোখ পড়ে আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২০ দলের তৎকালীন কোচ হাভিয়ের মাচেরানোরও। ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে মাস্তানতুয়োনোর ডাক পড়ে আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২০ দলে। আর্জেন্টিনার বয়সভিত্তিক সেই দলের হয়ে ভালো খেলায় এ বছর স্বপ্নপূরণ হয় মাস্তানতুয়োনোর। আগস্টে রিয়াল মাদ্রিদ তাঁর সঙ্গে ছয় বছরের চুক্তি করে। তার আগে মে মাসে ডাক পান আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে। ১৮ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার তারপর থেকেই আলোচনায়। চলতি মৌসুমে রিয়ালের হয়ে এরই মধ্যে ৯ ম্যাচে ১ গোল করেছেন। আর্জেন্টিনার হয়েও খেলেছেন ৩ ম্যাচ। সে পথে আর্জেন্টিনা দলের আক্রমণভাগে জুটি বেঁধেছেন লিওনেল মেসির সঙ্গে, পরে মেসির অনুপস্থিতিতে আর্জেন্টিনার ১০ নম্বর জার্সিও পরতে হয়েছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের মাঝ মাঠে মাস্তানতুয়োনো এই বয়সেই বড় ভরসার জায়গা। কিন্তু এই যে মাত্র ১৮ বছর বয়সেই এত দ্রুত সব স্বপ্নপূরণ হয়ে গেলমাস্তানতুয়োনোর নিজের কেমন লাগে? কেমন লেগেছিল তাঁর মেসির ১০ নম্বর জার্সি পরে মাঠে নামতে, যে জার্সি আর্জেন্টাইন ফুটবলে শুধু বিশেষ ফুটবলারদের জন্যই বরাদ্দ। মাস্তানতুয়োনোও কি তাহলে মেসির পথেই আছেন? অন্তত মেসির অনুপস্থিতিতে তাঁর ওই জার্সিতে মাঠে নামা দেখে তা মনে হতেই পারে। কিন্তু মাস্তানতুয়োনো নিজে এত দ্রুতই এসব নিয়ে ভাবতে নারাজ। ইএসপিএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অল্প বয়সেই তারকা হয়ে ওঠা এই ফুটবলার জানিয়েছেন কিছু অন্য গল্পআর্জেন্টিনার ২০২২ বিশ্বকাপ জয় কোথায় দেখেছেন, কেমন উদ্যাপন করেছেন, জাতীয় দলের ১০ নম্বর জার্সি পরার অনুভূতি এবং অধিনায়ক মেসির সঙ্গে সম্পর্ক। গত সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ইকুয়েডরের কাছে আর্জেন্টিনার ১-০ গোলে হারের ম্যাচে ১০ নম্বর জার্সি পরে মাঠে নামেন মাস্তানতুয়োনো। সেই জার্সি পরার অভিজ্ঞতা নিয়ে বলেছেন, 'ড্রেসিংরুমে গিয়ে ২১ নম্বর জার্সি খুঁজছিলাম। আগের ম্যাচে এই জার্সি পরেই খেলেছি। কিন্তু দেখলাম হুলিয়ানের (আলভারেজ) পাশেই আমার নামদেখে বিশ্বাস হচ্ছিল না। ভেবেছিলাম আমার সঙ্গে মজা করা হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা সত্য ছিল এবং আমার জন্য অনন্য মুহূর্ত।' মাস্তানতুয়োনোর জন্য ওই জার্সিটি শুধুই একটি সংখ্যা নয়, 'লিওর ১০ নম্বর জার্সি এবং যে জার্সিটি ডিয়েগোও (ম্যারাডোনা) পরেছেনএটা আমার ক্যারিয়ারের সেরা ঘটনা। আমার প্রত্যাশায় এটা ছিল না। যখনই জার্সিটি দেখি গর্ব লাগে, এমন এক আবেগ ভর করে, যা ব্যাখ্যা করা কঠিন।' মাস্তানতুয়োনো উঠে এসেছেন আর্জেন্টিনার ক্লাব রিভার প্লেট থেকে। জাতীয় দল এবং এই ক্লাবের পাঁড়ভক্তও তিনি। মেসিদের ২০২২ বিশ্বকাপ জয় দেখার স্মৃতিও ভাগ করে নিয়েছেন মাস্তানতুয়োনো। সে সময় তাঁর বয়স ১৫ বছর, 'একই বাসায়, একই জার্সি (মেসির ১০ নম্বর) পরে বন্ধুদের সঙ্গে খেলা (বিশ্বকাপ ফাইনাল) দেখেছি। মুহূর্তটা খুবই আবেগের ছিল। ম্যাচ শেষে আমরা প্লাজায় গিয়ে উৎসব করি। ১৮ ডিসেম্বরদিনটা আমি শরীরে ট্যাটু করিয়ে রেখেছি। এটা করেছি জাতীয় দল ও লিওর জন্য। সবাই বলেছে তাকে বিশ্বকাপ জিততে হবে এবং সে এটা জিতেছে দারুণভাবে।' ২০২৬ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয়। মাস্তানতুয়োনো স্বপ্ন দেখেন, এই বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা দলে থাকবেন এবং মাঠে নামবেন, 'এটা স্বপ্নের মতো ব্যাপার। ২০২৬ বিশ্বকাপে থাকতে আমি কঠোর পরিশ্রম করব। আমি ধাপে ধাপে এগোতে চাই। ১৮ বছর বয়সে এটা আসলে অবিশ্বাস্য এক স্বপ্ন। দলে আমি ভালোই আছি। বিশ্বকাপে খেলাটা আমার লক্ষ্য।'

বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রে, লা লিগার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

প্যারিস ঃ স্প্যানিশ লা লিগা কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে, বার্সেলোনা ও ভিয়ারিয়ালের মধ্যে নির্ধারিত লিগ ম্যাচ আগামী ২০ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে অনুষ্ঠিত হবে। ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (উয়েফা) চলতি সপ্তাহের শুরুতে ম্যাচটি স্পেনের বাইরে আয়োজনের অনুমতি দেওয়ার পরই এ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এল। লা লিগা সভাপতি হাভিয়ের তেবাস গতকাল মায়ামিতে 'ওয়ার্ল্ড সকার সামিট' সম্মেলনে ইএসপিএনের সাংবাদিক ফার্নান্দো পালোমোকে বলেছেন, ভিয়ারিয়াল ও বার্সেলোনার মধ্যে ম্যাচটি মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে আয়োজনের 'সব প্রস্তুতি প্রায় শেষ'।

ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের ইতিহাসে বিদেশের মাটিতে আয়োজিত হতে যাওয়া প্রথম ম্যাচ হবে এটি। এর আগে এনএফএল এবং এনবিএ এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছে।

লা লিগার জন্য ঐতিহাসিক পদক্ষেপ

লা লিগা সভাপতি হাভিয়ের তেবাস বিবৃতিতে বলেছেন, 'এই ম্যাচ একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, যা লা লিগা ও স্প্যানিশ ফুটবলকে অন্য পর্যায়ে নিয়ে গেল। আমরা জানি, এতে কিছু উদ্বেগ থাকবে, কিন্তু পুরো মৌসুমে ৩৮০ ম্যাচের মধ্যে এটি মাত্র একটি ম্যাচ। সারা বিশ্বে লাখ লাখ ভক্ত আছেন লা লিগার। তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রিয় দলকে একবারের জন্য হলেও সরাসরি মাঠে দেখার স্বপ্ন দেখেন। এ ম্যাচ সেই সুযোগ করে দেবে।'

তেবাসের ভাষায়, 'এই (ম্যাচ) আয়োজনের লক্ষ্য হলো বৈশ্বিক ভক্তদের আরও কাছে পৌঁছানো। আর সেটা স্পেনের মাঠে যাঁরা প্রতি সপ্তাহে খেলা উপভোগ করেন, তাঁদের প্রতি প্রতিশ্রুতি অটুট রেখেই।'

সিজন টিকিটধারীদের ক্ষতিপূরণ দেবে ভিয়ারিয়াল

মৌসুমের সূচি অনুযায়ী ২০ ডিসেম্বর ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল ভিয়ারিয়ালের মাঠ লা সেরামিকায়। লা লিগার পক্ষ থেকে জানানো হয়, মাঠ বদলের কারণে ক্লাবের সিজন টিকিটধারীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ভিয়ারিয়াল সভাপতি ফার্নান্দো রোয়িগ বলেছেন, 'আমরা জানি, এ সিদ্ধান্তে আমাদের সিজন টিকিটধারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাই তাঁদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করছি। আমরা বিশ্বাস করি, এটি সবার জন্য দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা হবে।'

খেলোয়াড়দের সংগঠনের আপত্তি

স্পেনে খেলোয়াড়দের সংগঠন 'এএফই' লা লিগার এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নয়। এএফইয়ের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়, 'দেশের বাইরে লিগ ম্যাচ আয়োজন ক্রীড়াকাঠামোয় প্রভাব ফেলে এবং শ্রমিক অধিকার নিয়েও প্রশ্ন তোলে। তাই এমন কোনো উদ্যোগের আগে সব পক্ষের, বিশেষ করে খেলোয়াড়দের সম্মতি প্রয়োজন।' সংগঠনটি শিগগিরই লা লিগা, বার্সেলোনা ও ভিয়ারিয়ালের সঙ্গে বৈঠক করবে।

বার্সেলোনা খুশি, রিয়াল মাদ্রিদ ও ডি ইয়ংয়ের বিরোধিতা

বার্সেলোনা সভাপতি লাপোর্তা এ আয়োজনকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা যুক্তরাষ্ট্রে থাকা ভক্তদের সঙ্গে আবারও যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছি। এ সুযোগের জন্য আমরা লা লিগার কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের ক্লাবের বিশ্বজুড়ে কোটি সমর্থক রয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাজার। মায়ামির মতো শহরে অফিশিয়াল ম্যাচ আয়োজন নিঃসন্দেহে হবে এক দারুণ ফুটবল উৎসব।'

তবে সবাই এতে খুশি নয়। রিয়াল মাদ্রিদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দেশের বাইরে লিগ ম্যাচ আয়োজন প্রতিযোগিতার ভারসাম্য নষ্ট করে। বার্সেলোনার ডাচ মিডফিল্ডার ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'আমার এটা ভালো লাগছে না। ক্লাবগুলো অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে, কিন্তু খেলোয়াড়দের জন্য এটি কঠিনদীর্ঘ ভ্রমণ, ক্লান্তি আর প্রতিযোগিতার ন্যায্যতাও ক্ষুণ্ন হয়।'

অবশেষে অনুমোদন

লা লিগা ২০১৭ সাল থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে একটি ম্যাচ আয়োজনের চেষ্টা করছিল। রয়্যাল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের (আরএফইএফ) কঠোর আপত্তির কারণে তা এত দিন আটকে ছিল। অবশেষে চলতি বছরের জানুয়ারিতে আরএফইএফ অনুমোদন দেয়, পরে উয়েফাও অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হয়। উয়েফার পক্ষ থেকে বলা হয়, 'দেশের বাইরে লিগ ম্যাচ আয়োজনের বিপক্ষে আমরা। কিন্তু ফিফার নিয়ম এখনো যথেষ্ট স্পষ্ট নয়।' ফিফার নেতৃত্বে এখন একটি দল নিয়মগুলো পুনর্বিবেচনা করছে, যেন ভবিষ্যতে এমন সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয়। হার্ডরক স্টেডিয়ামে বার্সা-ভিয়ারিয়াল ম্যাচের পরদিন এনএফএলে মায়ামি ডলফিনস খেলবে সিনসিনাটি বেঙ্গলসের বিপক্ষে। একই মাঠে ফুটবল খেলার পরদিন আমেরিকান ফুটবল আয়োজন চ্যালেঞ্জিং হলেও আয়োজকেরা বলেছেন, প্রযুক্তিগতভাবে এটা সম্ভব।

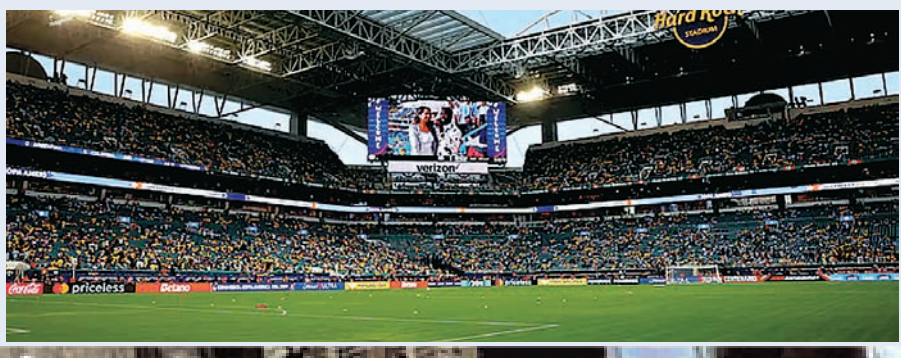

তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারত সফর নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে পাকিস্তান প্রসঙ্গ

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি ভারত সফর করছেন, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পৌঁছেছেন তিনি। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসীদের তালিকায় রয়েছেন মি. মুত্তাকি। তাই ভারত সফরের জন্য তার বিশেষ ছাড়ের প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কমিটি আমির খান মুত্তাকিকে এই সফরের অনুমতি দিয়েছে। তার এই আটদিনব্যপী সফরের সূচনা হচ্ছে বৃহস্পতিবার।

প্রসঙ্গত, মি. মুত্তাকির সফর এমন এক সময় হচ্ছে যখন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ের স্টারমারও ভারতে। তার সঙ্গে রয়েছে প্রতিনিধিদের একটা বড় দল। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটাই কিয়ের স্টারমারের প্রথম ভারত সফর।

গত জুলাই মাসে ভারত ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর হয়, সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সফরের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মুম্বাইয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তার ইতোমধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছে, যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনও হয়েছে।

দুই দেশের মধ্যে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, ইনভেস্টমেন্ট, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানসহ একাধিক বিষয়। গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্ট-এ অংশগ্রহণ করবেন কিয়ের স্টারমার।

অন্যদিকে, আফগানিস্তানে ২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর আমির খান মুত্তাকির প্রথম ভারত সফর। তবে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে তার বৈঠক হবে কি না সে বিষয়টি এখনো স্পষ্ট নয়।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্করের সঙ্গে তার বৈঠক হওয়ার কথা। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সঙ্গে তার বৈঠক হতে চলেছে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, ভারত কিন্তু এখনো তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি।

ঐতিহাসিকভাবে, ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও ২০২১ সালে তালেবানদের ক্ষমতায় ফেরার পর কাবুলে নিজেদের দূতাবাস বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় দিল্লি।

এর এক বছর পর বাণিজ্য, চিকিৎসা সহায়তা এবং মানবিক সহায়তার মতো বিষয়গুলোকে সহজতর করার জন্য সেখানে ছোট মিশন খোলা হয়।

তালেবানকে ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেবে কি না সে বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনো উত্তর দেননি।

তবে স্বীকৃতি না দিলেও সাম্প্রতিক সময়ে তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে বৈঠক হয়েছে।

সম্প্রতি রাশিয়ায় আয়োজিত 'মস্কো ফরম্যাট কনসালটেন্স'-এ আফগানিস্তানের বাগরাম এয়ার বেস যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে মন্তব্য করেছিলেন, তার বিরোধিতা জানানো হয়। যেকটা দেশ মিলে ওই যৌথ বিবৃতি জারি করেছে, সেই তালিকায় ভারতও রয়েছে, যদিও ওই এয়ার বেসের নাম সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি।

এইসব বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে মি. মুত্তাকির এই ভারত সফরের দিকে সবার নজর রয়েছে। দুই দেশের কী স্বার্থ রয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

সফরের কারণ সম্পর্কে কী বলছে গণমাধ্যম?

ভারত ও আফগানিস্তান দুই দেশের গণমাধ্যমেই এই সফর নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

ভারতের ইংরেজি পত্রিকা 'দ্য হিন্দু'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মি. মুত্তাকিকে পূর্ণ প্রোটোকল দিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সম্মান দেওয়া হবে। তার আতিথেয়তার জন্য উপস্থিত থাকবেন সরকারি কর্মকর্তারা।

দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে দশই অক্টোবর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্করের সঙ্গে তার বৈঠকের কথা রয়েছে।

মি. মুত্তাকির এই সফর নিয়ে আফগান গণমাধ্যমেও ব্যাপক আলোচনা চলছে।

আমু টিভি পশতু ভাষার একটি শীর্ষস্থানীয় মিডিয়া আউটলেট। তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, দুটি সূত্র জানিয়েছে, তালেবানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি তাদের নেতা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদার কাছ থেকে ভারত ও রাশিয়া সফরের বিশেষ নির্দেশ পেয়েছেন। এই দুই সফরের আগে মুত্তাকিকে আখুন্দজাদা কান্দাহারে ডেকে পাঠান। তবে এই বৈঠকের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ মুত্তাকিকে ভারত সফরের অনুমতি দিলেও রাশিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়নি।

সূত্রের খবর, গত সপ্তাহের শুক্রবার কান্দাহারে আখুন্দজাদার সঙ্গে দেখা করেন মুত্তাকি। আখুন্দজাদা কান্দাহারে বাস করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত নেন। ভারত সফর এমন সময়ে হচ্ছে যখন সাম্প্রতিক মাসগুলোয় মুত্তাকির পাকিস্তান সফরের বেশ কয়েকটি পরিকল্পিত বাতিল করা হয়েছে। আখুন্দজাদার আপত্তির কারণে বা যৌক্তিক কারণেই এমনটা ঘটেছে।

আমু টিভির ওই প্রতিবেদনে দুই দেশের সম্পর্কের বিষয়ে উল্লেখ করে তালেবান সরকারের প্রতি ভারতের সাম্প্রতিক আগ্রহের সম্ভাব্য কারণও খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারত গণতান্ত্রিক আফগানিস্তানের পক্ষে এবং তালেবানের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে খুব সতর্ক ছিল। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, নিরাপত্তাজনিত কারণে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে দীর্ঘদিনের শত্রুতার কারণে তালেবানের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে ভারত।

আমু টিভির অন্য এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মে মাসে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে মুত্তাকির কথা হয়। এ ছাড়া চলতি বছরের জানুয়ারিতে মুত্তাকির সঙ্গে বৈঠক করেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রি। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বেশ কয়েকজন তালেবান কর্মকর্তা ভারত সফর করেছেন।

প্রসঙ্গত, তালেবানের ওষুধ ও খাদ্যমন্ত্রী হামদুল্লাহ জাহিদ সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে এসেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিনি আন্তর্জাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসে আফগানিস্তানে ভূমিকম্পের পর ভারত ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছিল। পরে ইরানের চাবাহার বন্দর দিয়েও আফগানিস্তানে সহায়তা পৌঁছানো হয়েছিল, বলা হয় প্রতিবেদনে।

পাকিস্তানই কি আগ্রহের আসল কারণ?

ওয়াকিবহাল মহলের অনেকেই মনে করছেন, তালেবানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্থাপনের কারণগুলোর মধ্যে প্রধান হলো পাকিস্তানের সঙ্গে তালেবানের সাম্প্রতিক সমীকরণ।

অন্যদিকে, তালেবান সরকারের এজেন্ডার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে তাদের স্বীকৃতি, যা ভারত দেয়নি।

গত চৌঠা অক্টোবর আফগানিস্তানের ইংরেজি নিউজ ওয়েবসাইট 'টোলো নিউজ'-এর এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, মি. মুত্তাকির ভারত সফরের শীর্ষ এজেন্ডায় রয়েছে তালেবানদের স্বীকৃতি।

টোলো নিউজের রাজনৈতিক বিশ্লেষক সৈয়দ আকবর শিয়াল ওয়ারদাকের কথায়, আমি মনে করি না যে ভারত এখনই তালেবানকে স্বীকৃতি দেবে। এই জাতীয় কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে ভারত অন্যান্য বিষয়গুলোকে বোঝার চেষ্টা করবে।

টোলো নিউজ-এর ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বহু রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক বিশ্বাস করেন যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একাধিক ইতিবাচক ঘটনা ঘটেছে। ধারণা করা হচ্ছে যে এই সফর দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের পরিধিকে প্রসারিত করতে সাহায্য করবে।

'টোলো নিউজ'-এর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক ওয়াহিদ ফাকিরি বলেন, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হচ্ছে এবং তা উল্লেখযোগ্যভাবে ত্বরান্বিত হবে। এর একটা বড় কারণ হলো আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি। ভারত এই পরিস্থিতিকে নিজেদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করছে।

আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর পর চার বছর হয়ে গেছে এবং রাশিয়া বিশ্বের প্রথম দেশ যারা তালেবানকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তারা ছাড়া কোনো দেশই আনুষ্ঠানিকভাবে তালেবানকে গ্রহণ করেনি। এমনকি পাকিস্তানও তাদের স্বীকৃতি দেয়নি।

গত পাঁচই অক্টোবর প্রকাশিত 'টোলো নিউজ'-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, কাবুলে ভারতীয় দূতাবাস সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দুই দেশের মধ্যে পূর্ণকালীন রাষ্ট্রদূত নিযোগের বিষয়ে একমত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

যদি এমনটা ঘটে তবে তা দুই দেশের মধ্যে সরাসরি সংলাপকে উৎসাহিত করবে।

'টোলো নিউজ'-এর রাজনৈতিক বিশ্লেষক আজিজ মারিজ বলেন, ভারত যদি তালেবানকে স্বীকৃতি দেয়, তাহলে তা অন্যান্য দেশও তালেবানকে স্বীকৃতি দিতে উৎসাহিত করবে। তবে, অন্য দেশগুলো ভারতের সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করতে বাধ্য হবে, তেমনটা নয়। কারণ প্রত্যেকটা দেশ তাদের নিজস্ব স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নেয়।

মস্কো ফরম্যাট

চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবার, রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ আয়োজিত মস্কো ফরম্যাট কন্সাল্টেশন্স-এ দশটা দেশ অংশ নিয়েছিল। ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন রাশিয়ায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয় কুমার।

আফগানিস্তানে পাকিস্তানের বিশেষ দূত মোহাম্মদ সাদিকসহ চীন, ইরান ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর প্রতিনিধিরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আফগানিস্তানের পক্ষে তালেবানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুত্তাকিও ছিলেন। ওই অনুষ্ঠানের ছবিতে তাকে তালেবানের সাদা ও কালো পতাকা নিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়।

'মস্কো ফরম্যাট'-এর যৌথ বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেই বক্তব্যের বিরোধিতা করা হয়, যেখানে তিনি বাগরাম বিমান ঘাঁটিকে মার্কিন নিয়ন্ত্রণে ফেরানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

বাগরাম এয়ার বেস-এর নাম প্রকাশ না করলেও ওই বিবৃতিতে বলা হয়, আফগানিস্তান ও প্রতিবেশী দেশগুলোতে সামরিক অবকাঠামো মোতায়েনের কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়, বিশেষত যখন তা আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে নয়।

এদিকে, তালেবানের সঙ্গে দিল্লির সাম্প্রতিক সমীকরণের সমালোচনা করেছেন অনেকেই যাদের মধ্যে আফগানিস্তানের অনেক নাগরিকও রয়েছেন।

আফগান সাংবাদিক হাবিব খান লিখেছেন, প্রিয় ভারত, তালেবান কর্মকর্তাদের আতিথেয়তা আফগান জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং যে সমস্ত মেয়েদের স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তাদের চড় মারার সমতুল্য।

সন্ত্রাস ও নারী নিপীড়ন করে যে শাসকগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, তার প্রশংসা করবেন না। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এরচেয়ে অনেক ভালো করতে পারে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
জাতীয় খবর
রাঁচি
শুক্রবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
10:10:2025

বিসিবির নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক ও ৪০টির বেশি ক্লাবের ক্রিকেট বর্জন, সামনে কী

ঢাকা : বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনকে 'একপেশে' ও 'অস্বচ্ছ' আখ্যা দিয়ে ৪০টিরও বেশি ক্লাব ক্রিকেট বর্জন করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এতে করে দেশের ক্রিকেটের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। যদিও সদ্য নির্বাচিত বোর্ড প্রেসিডেন্ট আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলছেন, ক্রমেই এই সমস্যার সমাধান করবে বোর্ড। তবে নির্বাচনের আগে থেকেই এই নির্বাচনকে ঘিরে ছিল নানা প্রশ্ন এবং শেষ পর্যন্ত একটা পক্ষ সরে দাঁড়ানোর পরে এই নির্বাচন কতোটা গ্রহণযোগ্য হয়েছে, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন সাবেক ক্রিকেটার ও ক্লাবগুলোর সাথে সম্পৃক্তরা। এর আগে ৬ই অক্টোবর, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন প্রত্যাশিতভাবেই কোনো চমক ছাড়াই শেষ হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল যেন ছিল আগেই নির্ধারিত, ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পরিচালনা পর্ষদের ২৫ জন সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর তাঁদের ভোটে আমিনুল ইসলাম আবারও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিবির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। একই নির্বাচনে ফারুক আহমেদ ও শাখাওয়াত হোসেন সহ-সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন।

দেশে দেশে সরকার উৎখাত করছে জেন-জি, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতিবাদ কি স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারবে?

কেনিয়া (লুইস বারুচো) ঃ মরক্কো থেকে মাদাগাস্কার, প্যারাগুয়ে থেকে পেরু তরুণদের নেতৃত্বে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে বিক্ষোভ যেখানে ১৩ থেকে ২৮ বছর বয়সী জেনারেশন জেড বা জেনজি সরকারের প্রতি তাদের হতাশা প্রকাশ করছে এবং পরিবর্তনের দাবি জানাচ্ছে।

এই আন্দোলনগুলোর মধ্যে একটা মিল রয়েছে। আর সেটা হচ্ছে এগুলো সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যম দ্বারা উদ্দীপ্ত এবং বেগবান হচ্ছে। তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন যে এটা তাদের জন্য অবশ্য ধ্বংসাত্মক পরিণতিও ডেকে আনতে পারে। বিদ্যুৎ ও পানির ঘাটতির বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ মাদাগাস্কারে সরকারের পতন ঘটায়। দুর্নীতি আর স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ নেপালে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগের দিকে নিয়ে গেছে।

কেনিয়ার জেন-জি সরকারের জবাবদিহিতা এবং সংস্কারের দাবিতে রাস্তায় ও সোশ্যাল মিডিয়ায় আন্দোলন করেছে।

পেরুতে, দুর্নীতি কেলেঙ্কারি এবং ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তাহীনতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে বাস ও ট্যাক্সি চালকদের সাথে মিছিল করে তরুণরা।

ইন্দোনেশিয়ায় কল্যাণ তহবিল কাটছাঁটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে অস্থায়ী কর্মীরা।

আর কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় সরকারবিরোধী সমাবেশের সাক্ষী হয়েছে মরক্কো, যেখানে বিক্ষোভকারীরা উন্নত স্বাস্থ্যসেবা আর শিক্ষা ব্যবস্থার দাবি জানায় এবং বিশ্বকাপের স্টেডিয়ামের জন্য কোটি কোটি অর্থ ব্যয়ের সমালোচনা করে।

এই সবগুলো প্রতিবাদ আন্দোলনেই সোশ্যাল মিডিয়া একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে গল্প বলা, সংহতি, কৌশলগত সমন্বয় এবং আন্তঃসীমান্ত তথ্য আদান-প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে।

কিন্তু জার্মান ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল অ্যান্ড এরিয়া স্টাডিজের জানজিরা সোম্বাতপুনসিরির মতে, ডিজিটাল সংযোগের মাধ্যমে তরুণ-নেতৃত্বাধীন ১৫ বছরের বিক্ষোভের মধ্যে এগুলো সর্বশেষতম।

এই আন্দোলনের মধ্যে রয়েছে ২০১০-১১ সালের আরব বসন্ত, ২০১১ সালের অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন, ২০১১-১২ সালের স্পেনের ইন্ডিগনাডোস আন্দোলন এবং থাইল্যান্ড (২০২০-২১), শ্রীলঙ্কা (২০২২) ও বাংলাদেশে (২০২৪) গণতন্ত্রপন্থি বিক্ষোভ।

'দুর্নীতির বাস্তব চিত্র'

মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কার্নেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসের সিনিয়র ফেলো স্টিভেন ফেল্ডস্টাইন এই ঘটনাটির নেপথ্য ইতিহাসকে সম্পৃক্ত করতে আরও পেছনের দিকে যান - এসএমএস টেক্সট মেসেজিং থেকে শুরু করে ফিলিপিন্সে ২০০১ সালের সেকেন্ড পিপল পাওয়ার রেভোলিউশন পর্যন্ত।

গণআন্দোলনের জন্য তরুণদের প্রযুক্তি ব্যবহার নতুন কিছু নয়, তিনি বলেন।

কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে প্রযুক্তির পরিশীলিত রূপ। মোবাইল ফোন, সোশ্যাল মিডিয়া, মেসেজিং অ্যাপ এবং সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাপক ব্যবহারও মানুষের একত্রিত হওয়ার ব্যাপারটাকে সহজ করে তুলেছে।

(জেন-জি) এটা নিয়েই বড় হয়েছে - এভাবেই তারা যোগাযোগ করছে, মি. ফেল্ডস্টাইন বলেন।

এই প্রজন্ম কীভাবে নিজেদের সংগঠিত করে, এটা তার স্বাভাবিক প্রকাশ।

ছবি ও পোস্টগুলো আগের চেয়ে আরও দ্রুত এবং দ্রুততর গতিতে ছড়িয়ে যায়, যা ক্রোধ আর তাদের মধ্যকার সংহতি - উভয়কেই বাড়িয়ে তোলে।

অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞানী অ্যাথেনা চারান প্রেস্টো বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় জীবনযাত্রার পোস্টগুলো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রমাণ হয়ে উঠছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সমাবেশের স্লোগানে পরিণত হচ্ছে।

প্রতিবেদন বা আইনের কার্যক্রমে দুর্নীতির কথা বলা হলে সেটাকে প্রায়শই বিমূর্ত মনে হয়, কিন্তু যখন লোকেরা তাদের ডিভাইসে এটির চিত্র দেখে, তখন দুর্নীতি বাস্তব হয়ে ওঠে।

প্রাসাদ, স্পোর্টস কার, বিলাসবহুল শপিং ব্যাগের আকারে, সমাজের সুবিধাভোগী অভিজাতদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত কষ্টের মধ্য দিয়ে যাওয়া নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের দূরত্ব যেন একটা ব্যক্তিগত অপমানে পরিণত হয়। যেখানে দুর্নীতির কাঠামোগত এবং বিমূর্ত ধারণাটি একেবারে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ে।

এই সেপ্টেম্বরে নেপালে বিলাসবহুল ব্র্যান্ডের বাক্স দিয়ে তৈরি ক্রিসমাস ট্রির পাশে একজন রাজনীতিবিদের ছেলের পোজ দেওয়ার একটি ইনস্টাগ্রাম ছবি প্রকাশের পর বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে ফিলিপিন্সেও একই রকম বিক্ষোভ হয়।

নেপালের মতো, এটি ফিলিপিন্সের তরুণদের মধ্যেও অনুরণিত হয়েছিল। কারণ তারা ইতোমধ্যেই জেনেছে - রাজনৈতিক নেতারা কতটা বিলাসবহুলভাবে বসবাস করে, মিজ প্রেস্টো বলেন।

এবং ফিলিপিন্সের ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত ব্যয়বহুল জীবনযাত্রাই বলে দেয় যে রাজনীতিবিদরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প থেকে চুরি করছেন, যেখানে ফিলিপিনোরা ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে।

সামাজিক মাধ্যম সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিবাদের কৌশল বিনিময়কেও সক্ষম করেছে।

মিস্কটিঅ্যালায়েন্স হ্যাশট্যাগ, হংকংয়ে ২০১৯ সালের বিক্ষোভ থেকে উদ্ভূত একটি প্যান-এশিয়ান গণতন্ত্রপন্থি নেটওয়ার্ক যেটি মিয়ানমার, থাইল্যান্ড এবং তার বাইরেও যোগাযোগের একটি কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ, থাই বিক্ষোভকারীরা হংকংয়ের বি ওয়াটার (জলের রূপ নাও) নামের পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল, তারা শেষ মুহূর্তে টেলিগ্রামের মাধ্যমে সমাবেশের স্থান পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছিল যা নিরাপত্তা বাহিনীকে হতাশ করে।

এই কৌশলটি নাগরিকদের নজরদারি এবং গ্রেফতার এড়াতে সাহায্য করেছিল, মিজ সোম্বাতপুনসিরি বলেন।

দ্বি-ধারী তলোয়ার

অনলাইনে ভিন্নমত ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে, অনেক কর্তৃত্ববাদী সরকার সেন্সরশিপ এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে এই ধরনের দমন-পীড়ন প্রায়শই বিপরীতমুখী হয় - আরও বড় বিক্ষোভের সূত্রপাত করে, বিশেষ করে যখন রাষ্ট্রীয় সহিংসতার লাইভ স্ট্রিম করা ছবি জনসাধারণের ক্ষোভকে উসকে দেয়।

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের দমন-পীড়ন এর একটি উদাহরণ। আওয়ামী লীগ সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে ভিন্নমতাবলম্বীদের গ্রেফতার করে এবং ছাত্রদের ওপর সরাসরি গুলি চালায়।

কিন্তু একটি ছবি - পুলিশের গুলিতে নিহত

ছাত্র আবু সাঈদের সেই ছবিটি, যা তাকে 'শহীদ' হিসেবে পরিচিতি দেয়, সেটি রাস্তায় বিক্ষোভকারীদের মাঝে নতুন ঢেউ তোলে।

শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া ও নেপালেও একই ধরনের চিত্র দেখা গেছে, যেখানে বিক্ষোভকারীদের হত্যার ফলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, দাবি আরও তীব্র হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে সরকারও ভেঙে পড়েছে।

তবে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতিবাদ আন্দোলনকে শক্তিশালী করলেও, এটি তাদের বিভক্তি এবং দমনের মুখোমুখিও করে।

নেতৃত্ববিহীন সংগঠন 'নমনীয়তা এবং সমতাবাদের অনুভূতি' দেয়, মিজ সোম্বাতপুনসিরি বলেন। তবে তিনি এটাও বিশ্বাস করেন যে এর ফলে গোষ্ঠীগুলো অনুপ্রবেশ, সহিংসতা বা পরিবর্তনশীল এজেন্ডার ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

রাজতন্ত্রের আওতায় থাকা থাইল্যান্ডে, অনলাইন বিতর্ক ২০২০ সালের গণতন্ত্রপন্থি আন্দোলনকে ভেঙে দেয়। কারণ 'রিপাবলিকঅফথাইল্যান্ডের' মতো হ্যাশট্যাগ এবং কমিউনিস্ট প্রতীক সম্বলিত পোস্টগুলো সম্ভাব্য মিত্রদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

নেপাল ও বাংলাদেশে, সমন্বয়হীন বিক্ষোভগুলো প্রায়শই সহিংসতায় মোড় নিয়েছে।

এদিকে, গবেষণায় দেখা গেছে যে শাসকরা বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল হাতিয়ার ব্যবহার করছে।

আরব বসন্তের পর থেকে শাসকরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত নজরদারি, কঠোর সেন্সরশিপ এবং দমনমূলক আইন চালু করেছে, যার ফলে বিক্ষোভকারীদের ক্রমাগত ঝুঁকির মধ্যে কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে, মিজ সোম্বাতপুনসিরি বলেন।

বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সোশ্যাল-মিডিয়া-নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব নিয়ে বিতর্ক আছে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে, ৬৫ শতাংশ নিরস্ত্র অভিযান সফল হয়েছিল। কিন্তু ২০১০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে এটি ৩৪ শতাংশে নেমে আসে।

গণআন্দোলন যখন সরকার বা শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন আনে, তখনও দীর্ঘমেয়াদী রূপান্তর নিশ্চিত নয়, জানজিরা সোম্বাতপুনসিরি বলেন।

বিক্ষোভগুলো গৃহযুদ্ধে রূপ নিতে পারে। যেমনটা ঘটেছে সিরিয়া, মিয়ানমার ও ইয়েমেনে যা প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোকে ক্ষমতার জন্য প্রতিযোগিতা করতে প্ররোচিত করে, অথবা স্বৈরশাসকরা ফিরে আসতে পারে এবং তাদের প্রভাব সুসংহত করতে পারে। যেমনটা মিশর, তিউনিসিয়া ও সার্বিয়ায় হয়েছে। কারণ সংস্কার প্রক্রিয়া পূর্ববর্তী শাসনব্যবস্থার দৃঢ় অবকাঠামো ভেঙে ফেলতে ব্যর্থ হয়।

হ্যাশট্যাকের বাইরে

মি. ফেল্ডস্টাইন বলেন, স্বভাবতই, (সোশ্যাল মিডিয়া) দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের জন্য তৈরি হয়নি।

আপনি আন্দোলন টিকিয়ে রাখার জন্য অ্যালগরিদম, ক্ষোভ আর হ্যাশট্যাগের ওপর নির্ভর করছেন। পরিবর্তনের জন্য মানুষকে একটি তীব্র অনলাইন আন্দোলন থেকে দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির দিকে যাওয়ার উপায় খুঁজে বের করতে হবে, যার বাহ্যিক এবং অনলাইন উভয় ধরনের বন্ধনই রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা 'হাইব্রিড কৌশলের' প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন।

মিজ সোম্বাতপুনসিরি বলেন, এই কৌশলগুলো হওয়া উচিত অনলাইন সক্রিয়তা ও প্রচলিত ধারার প্রতিবাদ, যেমন ধর্মঘট ও সমাবেশের সমন্বয়ে।

এক্ষেত্রে বিস্তৃত জোটও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যা নাগরিক সমাজ, রাজনৈতিক দল, প্রতিষ্ঠান এবং অনলাইন-ভিত্তিক আন্দোলনের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করে।

চীন থেকে ২০টি জে-১০ সিই যুদ্ধবিমান কেন কিনতে যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার?

বেইজিং । চীনের তৈরি ২০টি যুদ্ধবিমান কেনার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার যার জন্য ১৫ হাজার কোটি টাকার বেশি খরচ হবে। এই সরকারের আমলে এত বড় একটি ক্রয় চুক্তি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে আলোচনা তৈরি হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের ফেসবুক প্রোফাইলে এক স্ট্যাটাসেও সম্প্রতি এ বিষয়ে জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, চীনের তৈরি ২০টি জে -১০ সিই মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান কেনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

চলতি ২০২৫-২৬ এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরে এই চুক্তিটি বাস্তবায়নের আশা করা হচ্ছে বলেও এই স্ট্যাটাসে উল্লেখ করা হয়েছে।

একইসাথে যুদ্ধবিমান ক্রয়ের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, সরাসরি ক্রয় অথবা জিটুজি পদ্ধতিতে চীন সরকারের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে এগুলো কেনা হবে।

তবে প্রশ্ন উঠেছে, প্রতিরক্ষার মতো এত গুরুত্বপূর্ণ খাতের কেনাকাটার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকার কেন সিদ্ধান্ত নিয়েছে?

নির্বাচনের মাত্র পাঁচ মাস আগে অন্তর্বর্তী সরকারের নেওয়া প্রতিরক্ষা খাতের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন সামরিক খাতের বিশেষজ্ঞরাও।

তারা মনে করছেন, ২০টি যুদ্ধবিমান কিনতে দুই দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ১৫ হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন পড়বে।

ফলে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিরক্ষা খাতের এতো বড় ক্রয়ের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা উচিত হলো কি না তারা সেই প্রশ্নও করেছেন।

অন্তর্বর্তী সরকার কেন যুদ্ধবিমান কিনছে?

স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের ফেসবুক প্রোফাইলে দেওয়া স্ট্যাটাসে অবশ্য যুদ্ধবিমান কেনার কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি লাইন উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আধুনিকায়ন এবং জাতীয় আকাশ প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করতেই সরকার ২০টি যুদ্ধবিমান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে সরাসরি কেনা হবে, নাকি জিটুজি পদ্ধতিতে যুদ্ধবিমান ক্রয়ের চুক্তি হবে- সেটি পরিষ্কার করা হয়নি। গত বছর অগাস্টে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ হাসিনার সরকার পতনের পর মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার। দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম বিদেশ সফর হিসেবে গত মার্চে চীন সফর করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাও চীন সফর করেছেন। এরই মধ্যে আগামী বছর ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। ঘোষণা অনুযায়ী ভোটের আগে এই সরকারের হাতে আছে চার মাসের মতো।

ফলে নির্বাচনের পূর্বমুহূর্তে প্রতিরক্ষা খাতে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার ক্রয়চুক্তি করা এই সরকারের জন্য কতটা যৌক্তিক তা নিয়ে সন্দিহান সামরিক খাতের বিশেষজ্ঞরা। তবে প্রতিরক্ষা সক্ষমতা ও যুদ্ধের প্রস্তুতি সংক্রান্ত নিরাপত্তা সক্ষমতা (ডেফারেন্স) বজায় রাখতে বাংলাদেশের যুদ্ধবিমান কেনা প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা। এর কারণ হিসেবে তারা বলছেন, বাংলাদেশের বর্তমানে যেসব যুদ্ধবিমান রয়েছে সেগুলো বেশ পুরোনো মডেলের।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) আ.ন.ম মুনীরুজ্জামান বলেন, যে কোনো দেশকে হুমকি মোকাবিলায় প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধবিমানসহ সব ধরনের প্রস্তুতি রাখতে হয়।

তবে তিনি মনে করেন, অন্তর্বর্তী সরকার নয়, বরং নির্বাচিত সরকারের ওপর এই ক্রয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া উচিত।

তিনি বলেন, কোনো অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, যারা সাময়িকভাবে দেশের শাসনভার নিয়েছেন এবং তারা তাদের তাদের মেয়াদের শেষ প্রান্তে চলে আসছেন, বলতে গেলে ইলেকশনের থেকে খুব কাছাকাছি সময় এরকম বড় ধরনের কোনো কেনাকাটার দিকে সেই সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত না বলে আমি মনে করি। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, এই যুদ্ধবিমানগুলো কিনতে প্রায় দুই দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ১৫ হাজার কোটি টাকা লাগবে। কাজেই এতো বড় একটা ক্রয় যেটা তারা করার সিদ্ধান্ত নেয়, সেটা পরবর্তী যে নির্বাচিত সরকার আসবে তাদের ঘাড়ে গিয়ে পড়বে। কাজেই এই ধরনের সিদ্ধান্তটা সাধারণত এই শেষ মুহূর্তে এসে কোনো সরকারের নেওয়া উচিত হবে না, বলেন এই নিরাপত্তা বিশ্লেষক।

তিনি মনে করেন, যেহেতু একটা নির্বাচিত সরকারের দিকে যাচ্ছে বাংলাদেশ, সেক্ষেত্রে তাদের ওপরই এই সিদ্ধান্তের ভার দেওয়া উচিত।

যুদ্ধবিমান কেনার আলোচনা চলছে কবে থেকে?

ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার সরকারের আমলেও যুদ্ধবিমান কেনা নিয়ে বেশ তোড়জোড় ও আলোচনা হতে দেখা গিয়েছিল। ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশের যুদ্ধবিমান ক্রয় সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হয় বলে জানান সামরিক খাতের বিশেষজ্ঞরা। সেসময় বাংলাদেশ ফ্রান্সের তৈরি রাফাল, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ইউরো ফাইটার টাইফুন এবং যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি এফ-১৬ এই তিনটি থেকে কোন যুদ্ধবিমান কেনা হবে সেটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পরে, ২০২৩ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর দুইদিনের সফরে ঢাকায় এসেছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাঁক্রো। সেসময় ফ্রান্সের তৈরি রাফাল যুদ্ধবিমান কেনার প্রস্তাব দেওয়া হয় বলে জানান বিশেষজ্ঞরা। তবে, করোনা মহামারীর সময় আর্থিক সংকটে এসব আলোচনা থমকে গিয়েছিল। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে আবার যুদ্ধবিমান কেনার আলোচনা সামনে এলো।

'জে-১০ সিই মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান' সম্পর্কে যা জানা যাচ্ছে

নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন, একটি দেশের প্রতিরক্ষা খাতের দুই ধরনের কাজে মূলত যুদ্ধবিমান ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একটি হলো ডিফেনসিভ বা প্রতিরক্ষামূলক, আর অপরটি অফেনসিভ বা আক্রমণাত্মক। শত্রুপক্ষ হামলা করলে সেটি মোকাবিলা করায় কাজে লাগে ডিফেনসিভ। আর শত্রুর ওপর হামলা করায় লাগে অফেনসিভ। ডিফেনসিভ যুদ্ধবিমানগুলো সাধারণত দুই কাজেই, যেমন প্রতিরক্ষা ও হামলা দুই কাজেই ব্যবহৃত করা যায়। সামরিক খাত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা জানান, বাংলাদেশের অধিকাংশ যুদ্ধবিমানই ছিল ডিফেনসিভ বা প্রতিরক্ষামূলক, যার কারণ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি।

তারা জানান, চীনের 'জে-১০' সিরিজের যুদ্ধবিমান মূলত ব্যবহার করে তাদের অ্যারোবেটিক টিম।

গত মে মাসে ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের সময়ও চীনের এই যুদ্ধবিমান নিয়ে আলোচনা হয়েছিল।

ওই সময় মার্কিন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছিলো, পাকিস্তান চীনের তৈরি জে-১০ বিমান ব্যবহার করে ভারতীয় যুদ্ধবিমানে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে - যার ফলে কমপক্ষে দুটি ভূপাতিত হয়। চীন ২০০৯ সালে তাদের প্রদর্শনীতে আনা বিমানের তালিকায় 'জে-১০এ' ও 'জে-১০এস' যুক্ত করে। এরপর ২০২৩ সালে উন্নত সংস্করণ 'জে-১০সি'তে আপগ্রেড করে দেশটি।

নিরাপত্তা খাত সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে জে-১০সিই যুদ্ধবিমানের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি অনেক কম জায়গায় 'টেক অফ' করতে পারে। অর্থাৎ শত্রুপক্ষ হামলা করলে জে-১০সিই যুদ্ধবিমান অনেক কম সময়ে (রিঅ্যাকশন টাইম) স্বল্প স্থানে 'টেক অফ' করতে পারে। রানওয়ের একটি অংশে শত্রুপক্ষ বোমা হামলা করলেও এই যুদ্ধবিমান অন্য অংশ থেকেই টেক অফ করতে পারবে।

এছাড়া, এই যুদ্ধবিমান সিঙ্গেল ইঞ্জিন ফাইটার। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো ম্যানুভারিং, অর্থাৎ 'টপ ফাইট' বা উঁচুতে যুদ্ধ করা যায়। সামরিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টপ ফাইটের সময় দ্রুতগতিতে প্রচুর টার্নিং নিতে হয়। দ্রুত আকাশে ওঠার ক্ষমতা এই টপ ফাইটে প্রয়োজন। এই যুদ্ধ বিমান এমনভাবে ডিজাইন করা যাতে বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ ম্যানুভারিং করা সম্ভব। অর্থাৎ শত্রুপক্ষের বিমানকে সহজে ফাঁকি দেওয়া যায় এই বিমানে। আকাশ থেকে আকাশে ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্র এবং ভূমি থেকে আকাশে ছোঁড়া উভয় ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রকেই এই জে-১০সিই যুদ্ধবিমানের অ্যারো ডায়নামিকস ডিজাইনের কারণেই সহজে ফাঁকি দেওয়া সক্ষম বলে জানান সামরিক বিশেষজ্ঞরা। এই যুদ্ধবিমান 'মাল্টিরোল' ভূমিকাও পালন করে, অর্থাৎ ডিফেনসিভ এবং অফেনসিভ দুই ধরনের কাজই এই যুদ্ধবিমানের মাধ্যমে করা যাবে।